

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

অনুচ্ছেদ

প্রথম ভাগ

প্রজাতন্ত্র

- ১। প্রজাতন্ত্র
- ২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা
- ৩। রাষ্ট্রভাষা
- ৪। জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক
- ৫। রাজধানী
- ৬। নাগরিকত্ব
- ৭। সংবিধানের প্রাধান্য

দ্বিতীয় ভাগ

রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি

- ৮। মূলনীতিসমূহ
- ৯। জাতীয়তাবাদ
- ১০। সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
- ১১। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
- ১২। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
- ১৩। মালিকানার নীতি
- ১৪। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি
- ১৫। মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা
- ১৬। গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি-বিপ্লব

অনুচ্ছেদ

- ১৭। অর্বেতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা
- ১৮। জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা
- ১৯। সুযোগের সমতা
- ২০। অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম
- ২১। নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য
- ২২। নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ
- ২৩। জাতীয় সংস্কৃতি
- ২৪। জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি
- ২৫। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

তৃতীয় ভাগ

মৌলিক অধিকার

- ২৬। মৌলিক অধিকারের সহিত অসঙ্গত আইন বাতিল
- ২৭। আইনের দৃষ্টিতে সমতা
- ২৮। ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য
- ২৯। সরকারী নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা
- ৩০। উপাধি, সন্মান ও ভূষণের বিলোপসাধন
- ৩১। আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার
- ৩২। জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ
- ৩৩। গ্রেপ্তার ও আটক সন্দর্ভে রক্ষাকবচ
- ৩৪। জবরদস্তি-প্রশ্ন নিষিদ্ধকরণ
- ৩৫। বিচার ও দণ্ড সন্দর্ভে রক্ষণ
- ৩৬। চলাফেরার স্বাধীনতা
- ৩৭। সমাবেশের স্বাধীনতা
- ৩৮। সংগঠনের স্বাধীনতা

অনুচ্ছেদ

- ৩৯। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা
- ৪০। পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা
- ৪১। ধর্মীয় স্বাধীনতা
- ৪২। সম্মতির অধিকার
- ৪৩। গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ
- ৪৪। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ
- ৪৫। শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন
- ৪৬। দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা
- ৪৭। কতিপয় আইনের হেফাজত

চতুর্থ ভাগ

নির্বাহী বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ- রাষ্ট্রপতি

- ৪৮। রাষ্ট্রপতি
- ৪৯। ক্ষমাপ্রদর্শনের অধিকার
- ৫০। রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ
- ৫১। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি
- ৫২। রাষ্ট্রপতির অভিযোজন
- ৫৩। অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ
- ৫৪। অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি-পদে স্মীকার

২য় পরিচ্ছেদ- প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

- ৫৫। মন্ত্রিসভা
- ৫৬। মন্ত্রিগণ
- ৫৭। প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ
- ৫৮। অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ

৩য় পরিচ্ছেদ- স্থানীয় শাসন

- ৫৯। স্থানীয় শাসন

অনুচ্ছেদ

৬০। স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা

৪র্থ পরিচ্ছেদ-প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ

৬১। সর্বাধিনায়কতা

৬২। প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি

৬৩। মুদ্রা

৫ম পরিচ্ছেদ-অ্যাটর্নি-জেনারেল

৬৪। অ্যাটর্নি-জেনারেল

পঞ্চম ভাগ

আইনসভা

১ম পরিচ্ছেদ-সংসদ

৬৫। সংসদ-প্রতিষ্ঠা

৬৬। সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

৬৭। সংসদের আসন শূন্য হওয়া

৬৮। সংসদ-সদস্যদের বেতন প্রভৃতি

৬৯। শপথগ্রহণের পূর্বে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করিলে
সদস্যের অর্থদণ্ড

৭০। রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে
ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া

৭১। দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা

৭২। সংসদের অধিবেশন

৭৩। সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাদী

৭৪। স্মীকার ও ডেপুটি স্মীকার

৭৫। কার্যপ্রণালী-বিধি, কোরাম প্রভৃতি

৭৬। সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ

৭৭। ন্যায়পাল

৭৮। সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ-অধিকার ও দায়মুক্তি

অনুচ্ছেদ

৭৯। সংসদ-সচিবালয়

২য় পরিচ্ছেদ-আইনপ্রণয়ন ও অর্থ-সংক্রান্ত পদ্ধতি

- ৮০। আইনপ্রণয়ন-পদ্ধতি
- ৮১। অর্থবিল
- ৮২। আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ
- ৮৩। সংসদের আইন ব্যতীত করারোপে বাধা
- ৮৪। সংমুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব
- ৮৫। সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ
- ৮৬। প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে প্রদেয় অর্থ
- ৮৭। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি
- ৮৮। সংমুক্ত তহবিলের উপর দায়
- ৮৯। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্বন্ধিত পদ্ধতি
- ৯০। নির্দিষ্টকরণ আইন
- ৯১। সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী
- ৯২। হিসাব, ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট

৩য় পরিচ্ছেদ-অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্রমতা

- ৯৩। অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্রমতা

ষষ্ঠ ভাগ

বিচারবিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ-সুপ্রীম কোর্ট

- ৯৪। সুপ্রীম কোর্ট-প্রতিষ্ঠা
- ৯৫। বিচারক-নিয়োগ
- ৯৬। বিচারকদের পদের মেয়াদ
- ৯৭। অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি-নিয়োগ
- ৯৮। সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ
- ৯৯। অবসরগ্রহণের পর বিচারকদের অঙ্গমতা

অনুচ্ছেদ

- ১০০। সুপ্রীম কোর্টের আসন
- ১০১। হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার
- ১০২। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ প্রসঙ্গে এবং কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা
- ১০৩। আপীল বিভাগের এখতিয়ার
- ১০৪। আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারী ও নির্বাহ
- ১০৫। আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা
- ১০৬। সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার
- ১০৭। সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা
- ১০৮। “কোর্ট অব রেকর্ড”রূপে সুপ্রীম কোর্ট
- ১০৯। আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ
- ১১০। অধিস্থান আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর
- ১১১। সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা
- ১১২। সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা
- ১১৩। সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারিগণ

২য় পরিচ্ছেদ- অধিস্থান আদালত

- ১১৪। অধিস্থান আদালতসমূহ-প্রতিষ্ঠা
- ১১৫। অধিস্থান আদালতে নিয়োগ
- ১১৬। অধিস্থান আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা

৩য় পরিচ্ছেদ- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

- ১১৭। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ

সপ্তম ভাগ

নির্বাচন

- ১১৮। নির্বাচন কমিশন-প্রতিষ্ঠা
- ১১৯। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব
- ১২০। নির্বাচন কমিশনের কর্মচারিগণ
- ১২১। প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার-তালিকা

অনুচ্ছেদ

- ১২২। ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা
- ১২৩। নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়
- ১২৪। নির্বাচন সঞ্চর্কে সংসদের বিধান-প্রণয়নের ক্ষমতা
- ১২৫। নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা
- ১২৬। নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান

অষ্টম ভাগ

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

- ১২৭। মহা হিসাব-নিরীক্ষক-পদের প্রতিষ্ঠা
- ১২৮। মহা হিসাব-নিরীক্ষকের দায়িত্ব
- ১২৯। মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ
- ১৩০। অস্থায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক
- ১৩১। প্রজাতন্ত্রের হিসাব-রক্ষার আকার ও পদ্ধতি
- ১৩২। সংসদে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন

নবম ভাগ

বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ- কর্মবিভাগ

- ১৩৩। নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী
- ১৩৪। কর্মের মেয়াদ
- ১৩৫। অসাময়িক সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি
- ১৩৬। কর্মবিভাগ-পুনর্গঠন

২য় পরিচ্ছেদ- সরকারী কর্ম কমিশন

- ১৩৭। কমিশন-প্রতিষ্ঠা
- ১৩৮। সদস্য-নিয়োগ
- ১৩৯। পদের মেয়াদ
- ১৪০। কমিশনের দায়িত্ব
- ১৪১। বার্ষিক রিপোর্ট

অনুচ্ছেদ

দশম ভাগ

সংবিধান-সংশোধন

১৪২। সংবিধানের বিধান সংশোধন বা রহিতকরণের ক্ষমতা

একাদশ ভাগ

বিবিধ

- ১৪৩। প্রজাতন্ত্রের সন্মতি
- ১৪৪। সন্মতি, কারবার প্রভৃতি প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব
- ১৪৫। চুক্তি ও দলিল
- ১৪৬। বাংলাদেশের নামে স্মারনা
- ১৪৭। কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি
- ১৪৮। পদের শপথ
- ১৪৯। প্রচলিত আইনের হেফাজত
- ১৫০। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী
- ১৫১। রহিতকরণ
- ১৫২। ব্যাখ্যা
- ১৫৩। প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ

তফসিল

- ১। অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন
- ২। রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন
- ৩। শপথ ও ঘোষণা
- ৪। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

প্রস্তাবনা



আমরা, বাংলাদেশের জনগন, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি ;

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগনকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ;

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে ;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা মাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সংগতিরক্ষা করিয়া আনুর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগনের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিধরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য ;

এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত উনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের অষ্টার তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহান্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম ।

প্রথম ভাগ

প্রজাতন্ত্র

১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ” নামে পরিচিত হইবে।

প্রজাতন্ত্র

২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা

(ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষনার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল; এবং

(খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে।

৩। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

রাষ্ট্রভাষা

৪। (১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত “আমার সোনার বাংলা”র প্রথম দশ চরণ।

জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক

(২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।

(৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তরকা।

(৪) উপরি-উক্ত দফাসমূহ-মাপক্ষে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক সম্বন্ধিত বিধানাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। (১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা।

রাজধানী

(২) রাজধানীর সীমানা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলায় বসিয়া পরিচিত হইবেন।

নাগরিকত্ব

৭। (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ

সংবিধানের প্রধান্য

কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসঙ্গত হয়, তাহা হইলে সেই আইনের তত্থানি অসঙ্গত-পূর্ণ, তত্থানি বাতিল হইবে।



দ্বিতীয় ভাগ

রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি

৮।(১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা— এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মূলনীতিসমূহ

(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইনপ্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাदानের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।

৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

জাতীয়তাবাদ

১০। মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি

১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি প্রদ্ব্যবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগনের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

১২। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্ম
(ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা,
(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান,

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার,
(ঘ) কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি
বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিষিদ্ধ
বিলোপ করা হইবে ।

১৩। উৎপাদনমন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালী
সমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই
উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে :

মালিকানার নীতি

- (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক
জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র নইয়া সুষ্ঠু
ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সরকারী খাত
সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের
মালিকানা ;
- (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা
নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের
সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা;
এবং
- (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের
দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির
মালিকানা ।

১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে
মৌলিক মানুষকে— কৃষক ও শ্রমিককে— এবং জনগণের
অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে
মুক্তি দান করা ।

কৃষক ও শ্রমিকের
মুক্তি

১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে
পরিচালিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন-
শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনমাত্রার
বিস্তৃতি ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে
নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন
নিশ্চিত করা যায় :

মৌলিক প্রয়োজনের
ব্যবস্থা

- (ক) সন্ম, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ
জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের
ব্যবস্থা ;
- (খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ
ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া মুক্তিদেয়
মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার
অধিকার ;
- (গ) মুক্তিদেয় বিগ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের

অধিকার; এবং

- (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঞ্জুত্বজনিত কিংবা বৈবিব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ষিক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়তাত্ত্বিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।

১৩। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনমাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিককরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

গ্রামীন উন্নয়ন ও
কৃষিবিপ্লব

১৭। রাষ্ট্র

- (ক) একই পদ্ধতির গনমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সুর পূর্ণ সকল বালক-বালিকা অষ্টমিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,
(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতি-পূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথায় প্রসিদ্ধ-প্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রদোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,
(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অষ্টমিক ও
বাধ্যতামূলক শিক্ষা

১৮। (১) জনগণের সুস্থির সুর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বনিয়া গন্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্ফাদ্বেহনিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

জনস্বাস্থ্য ও
নৈতিকতা

(২) গনিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা

সুযোগের সমতা

নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন ।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুসম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান দ্রুত অর্জনের উদ্দেশ্যে সুসম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

২০। (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং “প্রত্যেকের নিকট হইতে মোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেকে কর্মানুযায়ী” এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন ।

অধিকার ও
কর্তব্যরূপে কর্ম

(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কামিক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রমাসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে ।

২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদায়িত্ব পালন করা এবং জাতিম সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য ।

নাগরিক ও সরকারী
কর্মচারীদের কর্তব্য

(২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য ।

২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন ।

নির্বাহী বিভাগ হইতে
বিচারবিভাগের
পৃথকীকরণ

২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন ।

জাতীয় সংস্কৃতি

২৪। বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্ব-সম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার

জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন
প্রভৃতি

জন্ম রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

২৫। জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি প্রদ্বা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আনুষ্ঠানিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আনুষ্ঠানিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি প্রদ্বা— এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক সঙ্গকের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র

আনুষ্ঠানিক শান্তি,
নিরাপত্তা ও সংহতির
উন্নয়ন

- (ক) আনুষ্ঠানিক সঙ্গকের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সার্বভৌমত্ব ও সঙ্গপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;
- (খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিমত-অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবশ্যে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সঙ্গর্গহণ করিবেন; এবং
- (গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিষিদ্ধিত জ্ঞানগর্ভের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সঙ্গর্গহণ করিবেন ।



তৃতীয় ভাগ

মৌলিক অধিকার

২৬। (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

মৌলিক অধিকারের
সহিত অসমঞ্জস
আইন বাতিল

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।

আইনের দৃষ্টিতে
সমতা

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

ধর্ম প্রভৃতি কারণে
বৈষম্য

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্বত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

সরকারী নিয়োগলাভে
সুযোগের সমতা

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই

(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ
মাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত
প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে
তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন
করা হইতে,

(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে
উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের
জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত
যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য
তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী
বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর
নিয়োগ বা পদ মতাক্রমে পুরুষ বা
নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে

রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

৩০। (১) রাষ্ট্র কোন উপাধি, সম্মান বা ভূষণ
প্রদান করিবে না।

উপাধি, সম্মান ও
ভূষণের
বিলোপসাধন

(২) রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন
নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে
কোন উপাধি, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ
করিবে না।

(৩) স্নানসিকতার জন্য পুরস্কার কিংবা আকাদেমীয়
বিশিষ্টতা-দান হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই
রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী
ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে
অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে
বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাধর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য
অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা মাইবে না, মাহাতে কোন
ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্মতির
হানি ঘটে।

আইনের আশ্রয়লাভের
অধিকার

৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-
স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা
মাইবে না।

জীবন ও
ব্যক্তিস্বাধীনতার
অধিকার-রক্ষণ

৩৩। (১) কোন প্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে প্রেপ্তারের

কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষসমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

গ্রেপ্তার ও আটক
সম্পর্কে রক্ষাকবচ

(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (তাঁহাকে আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) আদালতে হাজির করা হইবে এবং আদালতের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখা যাইবে না।

(৩) কোন বিদেশী শত্রুর ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত দফাসমূহের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৩৪। (১) সকল প্রকার জ্বরদষ্টি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

জ্বরদষ্টি-শ্রম
নিষিদ্ধকরণ

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে—

- (ক) ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডভোগ করিতেছেন; অথবা
- (খ) জনগণের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যিক হইতেছে।

৩৫। (১) অপরাধের দায়মুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ্য করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।

বিচার ও দণ্ড
সম্পর্কে রক্ষণ

(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিক বার ফৌজদারীতে মোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তিকে মনুশা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া

মাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা মাইবে না।

(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দণ্ড বা বিচারপদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

৩৬। জুনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত মুক্তি-সংগত বাধানিষেধ-মাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অর্থাৎ চলাফেরা, হইবার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি-স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

চলাফেরার স্বাধীনতা

৩৭। জুনশৃঙ্খলা বা জুনস্বার্থের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত মুক্তিসংগত বাধানিষেধ-মাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জুনসভা ও শোভাযাত্রায় মোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

সমাবেশের স্বাধীনতা

৩৮। জুনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত মুক্তিসংগত বাধানিষেধ-মাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে ;

সংগঠনের স্বাধীনতা

তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।

৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জুনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত মুক্তিসংগত বাধানিষেধ-মাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক-ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার
নিশ্চয়তা দান করা হইল।

৪০। আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-
সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা
কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্ম
আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে
অনুরূপ যোগ্যতাসম্মত প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন
আইনসংগত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন
আইনসংগত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার
থাকিবে।

পেশা বা বৃত্তির
স্বাধীনতা

৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে
(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন,
পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;
(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্মুদায় ও উপ-সম্মুদায়ের
নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ
ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

(২) কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন
ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন
ধর্মীয় শিক্ষাপ্রহর কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা
উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

৪২। (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-
সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্মতি অর্জন, ধারণ,
হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার
থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্মতি
বাস্ত্যতোমূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা
মাইবে না।

সম্মতির অধিকার

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত
আইনে ক্ষতিপূরণসহ বা বিনা ক্ষতিপূরণে বাধ্যতা-
মূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান
করা হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিধান করা
হইলে তাহার পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা অনুরূপ
ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট
করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের
বিধান করা হয় নাই বলিয়া কিংবা ক্ষতিপূরণের
বিধান অপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্বন্ধে
কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা মাইবে না।

৪৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত মুক্তিশৃঙ্খল বাধানিষেধ-মাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

গৃহ ও যোগাযোগের
রক্ষণ

(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতারক্ষার অধিকার থাকিবে।

৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্ম এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা-অনুমায়ী সুপ্রীম কোর্টের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

মৌলিক অধিকার
বলবৎ করণ

(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতার হানি না ঘটিয়াই সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল বা যে কোন ক্ষমতা-প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।

৪৫। কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্মর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের মধ্যমত কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

শৃঙ্খলামূলক
আইনের ক্ষেত্রে
অধিকারের পরিবর্তন

৪৬। এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দামমুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দন্ডাদেশ, দন্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া নহিতে পারিবেন।

দামমুক্তি-বিধানের
ক্ষমতা

৪৭। (১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান-
সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে
সংশোধনীর স্বার্থে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা
করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র-
পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর
করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, অথবা হইলে
অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের
সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা
খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য
হইবে না :

কতিপয় আইনের
হেফাজত

- (ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ,
রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ বা দখল কিংবা সাময়িক-
ভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির
নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা ;
- (খ) বার্নিজিয়ক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন
একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক
সংযুক্তকরণ ;
- (গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক,
ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের
অধিকার এবং (যে কোন প্রকারের) শ্রমের
ও শ্রমিকের মালিকদের ভোটাদিকার বিলোপ,
পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ ;
- (ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা
-লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন,
সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ ;
- (ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ
পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা
সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রনাধীন বা
ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যে
কোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা
কর্মবিভাগ -চালনা ; অথবা
- (চ) যে কোন সম্পত্তির দ্রব কিংবা পেশা,
বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়-সংক্রান্ত
যে কোন অধিকার কিংবা কোন
সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন
বার্নিজিয়ক বা শিল্পগত উদ্যোগের
মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার
বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা
নিয়ন্ত্রণ ।

(২) এই সংবিধানে শাস্তি বলা হইয়াছে, অথবা

সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের কোন বিধান কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কর্তৃত্বে মাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসঙ্গত বা তাহার পরিপন্থী, এই কারনে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইন বা বিধানকে সংসদের আইন-দ্বারা পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না, তবে সংসদের সেইরূপ আইনের জন্য আনীত কোন বিলে যদি এমন কোন বিধান থাকে কিংবা তাহার এমন কোন কার্যকরতা থাকে, যাহার ফলে কোন সম্মতি হইতে রাষ্ট্র বঞ্চিত হন, কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক দেয়া কোন ক্ষতিপূরণের পরিমাণবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে অনুরূপ বিল সংসদের মোটে সদস্য-সংখ্যার অনূ্যন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত না হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না ।



চতুর্থ ভাগ

নির্বাহী বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ- রাষ্ট্রপতি

৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলী-অনুমায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

রাষ্ট্রপতি

(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উপরে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা-অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী-নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্বপালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ-অনুমায়ী কার্য করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শ দান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-

- (ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন; অথবা
- (খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন; অথবা
- (গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিযুক্ত দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।

(৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি-সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে কোন বিষয় মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।

৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দন্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দন্ড মওকুফ,

ক্ষমাপ্রদর্শনের
অধিকার

সৃষ্টি বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।

৫০। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী-মাপক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভারগ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন;

রাষ্ট্রপতি-পদের
মেয়াদ

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন।

(২) একাদিক্রমে হউক বা না হউক— দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

(৩) স্বেচ্ছাকারে উদ্দেশে দ্ব্যঙ্গুরমুক্ত পদযোগে রাষ্ট্রপতি স্থায়ী পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভারকালে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, এবং কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভারগ্রহণের দিনে সংসদে তাঁহার আসন স্থান্য হইবে।

৫১। (১) এই সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটাইয়া বিধান করা হইতেছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার দায়িত্বপালন করিতে গিয়া কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কার্য করিয়া থাকিলে বা না করিয়া থাকিলে সেইজন্য তাঁহাকে কোন আদালতে জবাবদিহি করিতে হইবে না, তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে না।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব

(২) রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাইবে না এবং তাঁহার গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হইতে পরোয়ানা জারী করা যাইবে না।

৫২। (১) এই সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দ্বাঙ্গুরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্বেচ্ছাকারে নিকটে প্রদান করিতে হইবে; স্বেচ্ছাকারে নিকট অনুরূপ নোটিশপ্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না;

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্মীকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন।

(৩) অভিযোগ-বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যান্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ সম্মত বন্নিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

(৫) এই সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী স্মীকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালনকালে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী এই পরিবর্তন-মাপক্ষে প্রযোজ্য হইবে যে, এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় স্মীকারের উল্লেখ ভেদে স্মীকারের উল্লেখ বন্নিয়া গণ্য হইবে এবং (৪) দফায় রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার উল্লেখ স্মীকারের পদ শূন্য হইবার উল্লেখ বন্নিয়া গণ্য হইবে; এবং (৪) দফায় বর্ণিত কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্মীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালনে বিরত হইবেন।

৫৩। (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্মীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে।

অসামর্থ্যের কারণে
রাষ্ট্রপতির অপসারণ

(২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে নোটিশ প্রাপ্তিমাত্র স্মীকার সংসদের অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং একটি চিকিৎসা-পর্ষদ (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে “পর্ষদ” বন্নিয়া অভিহিত) গঠনের প্রস্তাব আহ্বান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইবার পর স্মীকার তৎক্ষণাতঃ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহার সাহিত এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ-জ্ঞাপনের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হন।

(৩) অঙ্গসারনের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্মীকারের নিকট প্রদানের পর হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহ্বানের প্রয়োজন হইলে স্মীকার সংসদ আহ্বান করিবেন।

(৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হইবার কালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেমের অধিকার থাকিবে।

(৫) প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি পক্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত না হইয়া থাকিলে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্ত্যন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তাহা গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

(৬) অঙ্গসারনের জন্য প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপিত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি পক্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকিলে সংসদের নিকট পক্ষদের মতামত পেশ করিবার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না।

(৭) সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবটি ও পক্ষদের রিপোর্ট (যাহা এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুসারে পরীক্ষার মাত দিনের মধ্যে দাখিল করা হইবে এবং অনুরূপ-ভাবে দাখিল না করা হইলে তাহা বিবেচনার প্রয়োজন হইবে না) বিবেচিত হইবার পর সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্ত্যন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে তাহা গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্বপালনে অক্ষম হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্থায়ী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্মীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

অনুপস্থিতি প্রভৃতির
কালে রাষ্ট্রপতি-পদে
স্মীকার

২য় পরিচ্ছেদ-প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি

মন্ত্রিসভা

মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেকোন স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুমায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।

(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।

(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাসম্মতভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সন্দেহে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।

৫৬। (১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেকোন নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকিবেন।

(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ-সদস্য না হইলে এই অনুচ্ছেদের (৪) দফা-সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি অনুরূপ নিয়োগনাভের যোগ্য হইবেন না।

(৩) যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।

(৪) মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইবার সময়ে কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য না থাকিলে যদি তিনি অনুরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত না হন, তাহা হইলে তিনি মন্ত্রী থাকিবেন না।

(৫) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং সংসদ-সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন-অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধীন নিয়োগদানের প্রয়োজন দেখা

মন্ত্রিসভা

দিনে সংসদ ভাঙ্গিয়া মাইবার অব্যবহিত পূর্বে
মাঁহারা সংসদ-সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্য-
সাধনকল্পে তাঁহারা সদস্যরূপে বহাল রহিয়াছেন
বলিয়া গণ্য হইবে।

- ৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি
(ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট
পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা
(খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন।

প্রধানমন্ত্রীর পদের
মেয়াদ

(২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন
হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ
ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ম রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন
এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি সংসদ
ভাঙ্গিয়া দিবেন।

(৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ
না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্থায়ী পদে বহাল থাকিতে
এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।

৫৮। (১) প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রীর
পদ শূন্য হইবে, যদি

অন্যান্য মন্ত্রীর
পদের মেয়াদ

- (ক) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবার
জন্ম প্রধানমন্ত্রীর নিকট পদত্যাগপত্র
প্রদান করেন ;
(খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন ;
(গ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুসারে রাষ্ট্র-
পতি অনুরূপ নির্দেশ দান করেন;
অথবা
(ঘ) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফায় যেকোন বিধান
করা হইয়াছে, তাহা কার্যকর হয়।

(২) প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময়ে কোন মন্ত্রীকে
পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং
উক্ত মন্ত্রী অনুরূপ অনুরোধপালনে অসমর্থ হইলে
তিনি রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রীর নিয়োগের অবসান
ঘটাইবার পরামর্শ দান করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া মাগুয়া অবস্থার যে কোন
সময়ে কোন মন্ত্রীকে স্থায়ী পদে বহাল থাকিতে এই
অনুচ্ছেদের (১) দফার (ক), (খ) ও (ঘ) উপ-দফার
কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।

(৪) প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে বা স্থায়ী
পদে বহাল না থাকিলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকে পদত্যাগ

করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে; তবে এই পরিচ্ছেদের
বিধানাবলী-সাপেক্ষে তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ কার্যভর
গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল
থাকিবেন।

(৫) এই অনুচ্ছেদে “মন্ত্রী” বলিতে প্রতি-মন্ত্রী
ও উপমন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত।

৩য় পরিচ্ছেদ—স্থানীয় শাসন

৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে
গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক
প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান
করা হইবে।

স্থানীয় শাসন

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে
সংসদ আইনের দ্বারা যেকোন নির্দিষ্ট করিবেন, এই
অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক
প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে
সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে
নিম্নলিখিত বিষয়-সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে
পারিবে :

- (ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;
- (খ) জনশৃঙ্খলা-রক্ষা ;
- (গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
-সম্পর্কিত পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও -বাস্তবায়ন।

৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে
পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা
উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতি-
ষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার
ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল
রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত
প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা

৪র্থ পরিচ্ছেদ—প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ

৬১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের
সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং
আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে।

সর্বাধিনায়কতা

৬২। (১) সংসদ আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়-
সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন :

প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে
ভর্তি প্রকৃতি

- (ক) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ
ও উক্ত কর্মবিভাগসমূহের সংরক্ষিত
অংশসমূহ গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (খ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহে কমিশন মঞ্জুরী;
- (গ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের নিয়োগ-
দান ও তাঁহাদের বেতন ও ভাতা-নির্ধারণ;
এবং
- (ঘ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহ ও সংরক্ষিত অংশ-
সমূহ-সংক্রান্ত শৃঙ্খলামূলক ও অন্যান্য
বিষয়।

(২) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের (১)
দফায় বর্ণিত বিষয়সমূহের জন্য বিধান না করা
পর্যন্ত অনুরূপ যে সকল বিষয় প্রচলিত আইনের
অধীন নহে, রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা সেই সকল
বিষয়ের জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

৬৩। (১) সংসদের সন্মতি ব্যতীত মুদ্রা ঘোষণা
করা মাইবে না কিংবা প্রজ্ঞাতনু কোন মুদ্রা অংশ
গ্রহণ করিবেন না।

মুদ্রা

(২) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্থল, জল বা আকাশ-
পথে প্রকৃত বা আত্মর আক্রমণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি
বাংলাদেশের রক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য তাঁহার বিবেচনায়
প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন
এবং সংসদ বৈঠকরত না থাকিলে তৎক্ষণাৎ সংসদ
আহ্বান করা হইবে।

(৩) মুদ্রা কিংবা আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের
কালে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার ও রাষ্ট্রকে রক্ষা
করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়া অভিব্যক্ত সংসদের বিধিযুক্ত
কোন আইনকে এই সংবিধানের কোন কিছুই অর্পণ
করিবে না।

৫ম পরিচ্ছেদ— অ্যাটর্নি-জেনারেল

৬৪। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য
কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল
পদে নিয়োগদান করিবেন।

অ্যাটর্নি-জেনারেল

(২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত

সকল দায়িত্ব পালন করিবেন ।

(৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলর দায়িত্বপালনের জন্য
বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ
করিবার অধিকার থাকিবে ।

(৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুমায়ী সময়সীমা
পযুক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন
এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ
করিবেন ।



পঞ্চম ভাগ

আইন সভা

১ম পরিচ্ছেদ— সংসদ

৬৫। (১) “জাতীয় সংসদ” নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে ;

সংসদ-প্রতিষ্ঠা

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন-দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতাপর্ন হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্য-দিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে ; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।

(৩) এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙিয়া না মাওয়া পর্যন্ত পনেরটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আদলে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।

(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।

৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি

- (ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন ;
- (খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন ;
- (গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন ;
- (ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যান্য দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে ;
- (ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগ-সাজ্জশকারী (বিজ্ঞাপন ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন যে কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন ;
- (চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ; অথবা
- (ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন ।

(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না ।

(৪) কোন সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ-অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্বন্ধে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে ।

(৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী মাহাতে পূর্ণ কার্যকরতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য

সংসদ মেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন।

৬৭। (১) কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে, যদি

সদস্যদের আসন
শূন্য হওয়া

(ক) তাঁহার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরদান করিতে অসমর্থ হন ;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে স্পীকার মতামত কারনে তাহা বর্ধিত করিতে পারিবেন ;

(খ) সংসদের অনুমতি না লইয়া তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক-দিবস অনুপস্থিত থাকেন ;

(গ) সংসদ ভাঙ্গিয়া যায় ;

(ঘ) তিনি এই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন অযোগ্য হইয়া যান ; অথবা

(ঙ) এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

(২) কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে দ্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং স্পীকার- কিংবা স্পীকারের পদ শূন্য থাকিলে বা অন্য কোন কারণে স্পীকার দ্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ হইলে ডেপুটি স্পীকার- যখন উক্ত পত্র প্রাপ্ত হন, তখন হইতে উক্ত সদস্যের আসন শূন্য হইবে।

৬৮। সংসদের আইন-দ্বারা কিংবা অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পৰ্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা মেরূপ নির্ধারিত হইবে, সংসদ-সদস্যগণ সেইরূপ বেতন, ভাতা ও বিশেষ-অধিকার লাভ করিবেন।

সংসদ-সদস্যদের
বেতন প্রভৃতি

৬৯। কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিবার এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরদান করিবার পূর্বে কিংবা তিনি সংসদ-সদস্য হইবার যোগ্য নহেন বা

শপথগ্রহণের পূর্বে
আসনগ্রহণ বা
ভোটদান করিলে
সদস্যের অর্হত

অযোগ্য হইয়াছেন জানিয়া সংসদ-সদস্যরূপে আসন-গ্রহণ বা ভোটদান করিলে তিনি প্রতি দিনের অনুরূপ কার্যের জন্য প্রজাতন্ত্রের নিকট দেনা হিসাবে উদ্বল-যোগ্য এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থিক্রমে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি

- (ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা
- (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,

তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।

রাজনৈতিক দল
হইতে পদত্যাগ বা
দলের বিপক্ষে
ভোটদানের কারণে
আসন শূন্য হওয়া

৭১। (১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য হইবেন না।

(২) কোন ব্যক্তির একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ায় এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতি-বন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, তবে তিনি যদি একাধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন তাহা হইলে

দ্বৈত-সদস্যত্ব
বাধা

- (ক) তাঁহার সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক, অহা জ্ঞাপন করিয়া নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই সকল এলাকার আসন-সমূহ শূন্য হইবে;

- (খ) এই দফার (ক) উপ-দফা মান্য করিতে অসমর্থ হইলে তিনি যে সকল আসনে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, সেই সকল আসন শূন্য হইবে; এবং

- (গ) এই দফার উপরি-উক্ত বিধানসমূহ সত্যানি প্রযোজ্য, তত্যানি পালন না করা পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সংসদ-সদস্যের শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথ-

সম্মত বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে পারিবেন না।

৭২। (১) সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান, সুগিত ও ভঙ্গ্য করিবেন এবং সংসদ আহ্বানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন;

সংসদের অধিবেশন

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ-সদস্যদের যে কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার দ্বিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহ্বান করা হইবে।

(৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া মাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্র মুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার কালে সংসদের আইন-দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনধিক এক বৎসর বর্ধিত করা মাইতে পারিবে, তবে মুদ্ধে সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না।

(৪) সংসদ ভঙ্গ্য হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকটে যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতন্ত্র যে মুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই মুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহ্বান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাষ্ট্রপতি তাহা আহ্বান করিবেন।

(৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী-সাপেক্ষে কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ মেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমূহ সেই-রূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

৭৩। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন।

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী

(২) সংসদ-সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বৎসর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ বা

প্রেরিত বানী প্রাপ্তির পর সংসদ উক্ত ভাষন বা বানী সন্মুখে আলোচনা করিবেন।

৭৪। (১) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সংসদ একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করিবেন, এবং এই দুই পদের যে কোনটি শূন্য হইলে সাত দিনের মধ্যে কিংবা ঐ সময়ে সংসদ বৈঠকরত না থাকিলে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে নির্বাচিত করিবেন।

স্পীকার ও ডেপুটি
স্পীকার

(২) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হইবে, যদি

- (ক) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন;
- (খ) তিনি মন্ত্রী-পদ গ্রহণ করেন;
- (গ) পদ হইতে তাঁহার অপসারণ দাবী করিয়া মোটে সংসদ-সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত কোন প্রস্তাব (প্রস্তাবটি উত্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া অন্যান্য চৌদ্দ দিনের নোটিশ প্রদানের পর) সংসদে গৃহীত হয়;
- (ঘ) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে তাঁহার পদ ত্যাগ করেন;
- (ঙ) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর অন্য কোন সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করেন; অথবা
- (চ) ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রে, তিনি স্পীকারের পদে মোগদান করেন।

(৩) স্পীকারের পদ শূন্য হইলে বা তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালনে রত থাকিলে কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি দ্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া সংসদ নির্ধারণ করিলে স্পীকারের সকল দায়িত্ব ডেপুটি স্পীকার পালন করিবেন, কিংবা ডেপুটি স্পীকারের পদও শূন্য হইলে সংসদের কার্য প্রণালী-বিধি-অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য তাহা পালন করিবেন; এবং সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকারও অনুপস্থিত থাকিলে সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি-অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে স্পীকার (কিংবা ডেপুটি স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে ডেপুটি স্পীকার) উপস্থিত থাকিলেও সভাপতিত্ব করিবেন না এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অনুদস্থিতি-কালীন বৈঠক সম্বন্ধে প্রয়োজ্য বিধানাবলী অনুরূপ প্রত্যেক বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব সংসদে বিবেচিত হইবার কালে ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের কথা বলিবার ও সংসদের কার্যধারায় অন্যভাবে অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং তিনি কেবল সদস্যরূপে ভোটদানের অধিকারী হইবেন।

(৬) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্ময় পদে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৫। (১) এই সংবিধান-দ্রাপেক্ষে

কার্যপ্রণালী-বিধি,
কোরাম প্রভৃতি

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি দ্বারা এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি দ্বারা সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইবে ;

(খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন ;

(গ) সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে, কেবল এই কারণে কিংবা সংসদে উপস্থিত হইবার বা ভোটদানের বা অন্য কোন উপায়ে কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন, কেবল এই কারণে সংসদের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(২) সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময়ে উপস্থিত সদস্য-সংখ্যা ষাটের কম বলিয়া যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যান্য ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মুলতবী করিবেন।

৭৬। (১) সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে সংসদ-সদস্যদের সন্মুখ হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন :

সংসদের স্থায়ী
কমিটিসমূহ

- (ক) সরকারী হিসাব কমিটি ;
- (খ) বিশেষ-অধিকার কমিটি ; এবং
- (গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিশিষ্টে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি ।

(২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে

- (ক) প্রস্তাব বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন ;
- (খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন ;
- (গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্বন্ধে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রনালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রনালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ;
- (ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন ।

(৩) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে

- (ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণের,

(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

ন্যায়পাল

(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্বন্ধে তদন্তপরিচালনার ক্ষমতাসহ মেরুপ ক্ষমতা কিংবা মেরুপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্বন্ধে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্বন্ধে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

সংসদ ও সদস্যদের
বিশেষ-অধিকার ও
দায়িত্ব

(২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালীনিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই সকল ক্ষমতাপ্রয়োগ-সম্বন্ধিত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন হইবেন না।

(৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৫) এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে সংসদের আইন-দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ-সদস্যদের বিশেষ-অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে।

৭৯। (১) সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে।

সংসদ-সচিবালয়

(২) সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ কর্তৃক বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সীকারের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি

সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ নির্ধারণ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত বিধিসমূহ যে কোন আইনের বিধান-সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

২য় পরিচ্ছেদ— আইনপ্রণয়ন ও অর্থ-সংক্রান্ত পদ্ধতি

৮০। (১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত আইনপ্রণয়ন-পদ্ধতি প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল-আকারে উপস্থাপিত হইবে।

(২) সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হইলে সন্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে।

(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর পনের দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সন্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরৎ দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেম্বাদের অবদানে তিনি বিলটিতে সন্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরৎ পাঠান, তাহা হইলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন; এবং সংশোধনী-সহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সন্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সন্মতিদান করিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেম্বাদের অবদানে তিনি বিলটিতে সন্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সন্মতিদান করিলে বা তিনি সন্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।

৮১। (১) এই ভাগে “অর্থবিল” বলিতে কেবল অর্থবিল নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল বা যে কোন একটি

সম্মতি বিধানাবলী-সংবলিত বিল বুঝাইবে :

- (ক) কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ;
- (খ) সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ বা কোন গ্যারান্টি দান, কিংবা সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্মতি আইন সংশোধন;
- (গ) সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, অনুদান তহবিলে অর্থপ্রদান বা অনুদান তহবিল হইতে অর্থ দান বা নির্দিষ্টকরণ;
- (ঘ) সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুদান কোন দায় রদবদল বা বিলোপ;
- (ঙ) সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব বাবদ অর্থপ্রাপ্তি, কিংবা অনুদান অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দান, কিংবা সরকারের হিসাব-নিরীক্ষা;
- (চ) উপরি-উক্ত উপ-দফাসমূহে নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের অধীন কোন আনুষঙ্গিক বিষয়।

(২) কোন জরিমানা বা অন্য অর্থদণ্ড আরোপ বা রদবদল, কিংবা লাইসেন্স-ফি বা কোন কার্যের জন্য ফি বা উসুল আরোপ বা প্রদান কিংবা স্থানীয় উদ্দেশ্যসাধনকল্পে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণের বিধান করা হইয়াছে, কেবল এই কারণে কোন বিল অর্থবিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট পেশ করিবার সময়ে প্রত্যেক অর্থবিলে সচিবের স্বাক্ষরে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট থাকিবে যে, তাহা একটি অর্থবিল, এবং অনুদান সার্টিফিকেট সকল বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে এবং সেই সম্বন্ধে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৮২। সরকারী অর্থব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে, এমন কোন অর্থবিল বা বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর হ্রাস বা বিলোপের বিধান-সংবলিত কোন সংশোধনী উত্থাপনের জন্য এই অনুচ্ছেদের অধীন সুপারিশের প্রয়োজন হইবে না।

আর্থিক ব্যবস্থাবলীর
সুপারিশ

৮৩। সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাইবে না।

সংসদের আইন ব্যতীত
করারোপে বাধা

৮৪। (১) সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ঋণ এবং কোন ঋণপরিশোধ হইতে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ একটি মাত্র তহবিলের অংশে পরিণত হইবে এবং তাহা “সংযুক্ত তহবিল” নামে অভিহিত হইবে।

সংযুক্ত তহবিল ও
প্রজাতন্ত্রের সরকারী
হিসাব

(২) সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল সরকারী অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা হইবে।

৮৫। সরকারী অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষেত্রমত সংযুক্ত তহবিলে অর্থপ্রদান বা তাহা হইতে অর্থ-প্রত্যাহার কিংবা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে অর্থ-প্রদান বা তাহা হইতে অর্থপ্রত্যাহার এবং উপরি-উক্ত বিষয়সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক সকল বিষয় সংসদের আইন-দ্বারা এবং অনুরূপ আইনের বিধান না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

সরকারী অর্থের
নিয়ন্ত্রণ

৮৬। প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা হইবে—

প্রজাতন্ত্রের সরকারী
হিসাবে প্রদেয় অর্থ

(ক) রাজস্ব কিংবা এই সংবিধানের ৮৪ অনুচ্ছেদের (১) দফার কারণে মেরূপ অর্থ সংযুক্ত তহবিলের অংশে পরিণত হইবে, তাহা ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কিংবা প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত বা ব্যক্তির নিকট জমা রহিয়াছে, এইরূপ সকল অর্থ; অথবা

(খ) যে কোন মোকদমা, বিষয়, হিসাব বা ব্যক্তি বাবদ যে কোন আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত বা আদালতের নিকট জমা রহিয়াছে, এইরূপ সকল অর্থ।

৮৭। (১) প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্বন্ধে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সংবলিত একটি বিবৃতি (এই ভাগে “বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি” নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

বার্ষিক আর্থিক
বিবৃতি

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে পৃথক পৃথকভাবে

(ক) এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়রূপে বর্ণিত ব্যয়-নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, এবং
(খ) সংযুক্ত তহবিল হইতে ব্যয় করা হইবে, এইরূপ প্রদৃষ্ট অন্যান্য ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদর্শিত হইবে এবং অন্যান্য ব্যয় হইতে রাজস্বস্বত্বের ব্যয় পৃথক করিয়া প্রদর্শিত হইবে।

৮৮। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়মুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে :

সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়

- (ক) রাষ্ট্রপতিকে দেয় পারিশ্রমিক ও তাঁহার দপ্তর-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয় ;
- (খ) (অ) স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার,
(আ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ,
(ই) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,
(ঈ) নির্বাচন কমিশনারগণ,
(উ) সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যদিগকে দেয় পারিশ্রমিক ;
- (গ) সংসদ, সুপ্রীম কোর্ট, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারী কর্ম কমিশনের কর্মচারীদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয় ;
- (ঘ) সুদ, পরিশোধ-তহবিলের দায়, মূলধন পরিশোধ বা তাহার ক্রম-পরিশোধ এবং ঋণসংগ্রহ-ব্যপদেশে ও সংযুক্ত তহবিলের জামানতে গৃহীত ঋণের মোচন-সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়সহ সরকারের ঋণ-সংক্রান্ত সকল দেনার দায় ;
- (ঙ) কোন আদালত বা ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পরিমাণ অর্থ; এবং
- (চ) এই সংবিধান বা সংসদের আইন-দ্বারা অনুরূপ দায়মুক্ত বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

৮৯। (১) সংযুক্ত তহবিলের দায়মুক্ত ব্যয়-সম্মর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ সংসদে আলোচনা করা হইবে, কিন্তু তাহা ভোটের আওতা-ভুক্ত হইবে না।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি
সম্মর্কিত পদ্ধতি

(২) অন্যান্য ব্যয়-সম্মর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ মঞ্জুরী-দাবীর আকারে সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং কোন মঞ্জুরী-দাবীতে সম্মতিদানের বা সম্মতিদানে অস্বীকৃতির কিংবা মঞ্জুরী-দাবীতে নির্ধারিত অর্থ হ্রাস-সাপেক্ষে তাহাতে সম্মতিদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে।

(৩) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন মঞ্জুরী দাবী করা যাইবে না।

৯০। (১) সংসদ কর্তৃক এই সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরী-দানের পর সংযুক্ত তহবিল হইতে নিম্নলিখিত ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অর্থ নির্দিষ্টকরণের বিধান-সংবলিত একটি বিল মত্মাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপন করা হইবে :

নির্দিষ্টকরণ আইন

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুরূপ মঞ্জুরী, এবং

(খ) সংসদে উপস্থাপিত বিবৃতিতে প্রদর্শিত অর্থের অনধিক সংযুক্ত তহবিলের দায়মুক্ত ব্যয়।

(২) অনুরূপ কোন বিল সম্মর্কে সংসদে এমন কোন সংশোধনের প্রস্তাব করা হইবে না, যাহার ফলে অনুরূপভাবে প্রদত্ত কোন মঞ্জুরীর পরিমাণ বা উদ্দেশ্য কিংবা সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়মুক্ত ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হইয়া যায়।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংযুক্ত তহবিল হইতে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুমায়ী গৃহীত আইনের দ্বারা নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত কোন অর্থ প্রত্যাহার করা হইবে না।

৯১। কোন অর্থ-বৎসর প্রসঙ্গে যদি দেখা যায় যে,

সম্মূরক ও অতিরিক্ত
মঞ্জুরী

(ক) চলিত অর্থ-বৎসরে নির্দিষ্ট কোন কর্মবিভাগের জন্য অনুমোদিত ব্যয় অপূর্ণ হইয়াছে কিংবা ঐ বৎসরের

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, এমন কোন নূতন কর্ম-বিভাগের জন্য ব্যয়নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে, অথবা

(খ) কোন অর্থ-বৎসরে কোন কর্মবিভাগের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের অধিক অর্থ ঐ বৎসরে উক্ত কর্মবিভাগের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে,

তাহা হইলে এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর ইহাকে দায়মুক্ত করা হউক বা না হউক, সংযুক্ত তহবিল হইতে এই ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং রাষ্ট্রপতি ক্ষেত্রমত এই ব্যয়ের অনুমিত পরিমাণ-সংবলিত একটি সম্মুরক আর্থিক বিবৃতি কিংবা অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ-সংবলিত একটি অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন এবং বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির ন্যায় উপরি-উক্ত বিবৃতির ক্ষেত্রে (প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ) এই সংবিধানের ৮৭ হইতে ৯০ পর্যন্ত অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

৯২। (১) এই পরিচ্ছেদের উপরি-উক্ত বিধানাবলীতে সাহা বন্দা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও

হিসাব, খাতি প্রভৃতির
উপর ভোট

(ক) মঞ্জুরীর উপর ভোটদান সম্বন্ধে এই সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত পদ্ধতি সম্বন্ধে না হওয়া পর্যন্ত এবং ঐ ব্যয় সম্বন্ধিত ৯০ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুমায়ী আইন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন অর্থ-বৎসরের কোন অংশের জন্য অনুমিত ব্যয়ের অগ্রিম মঞ্জুরী-দানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে;

(খ) কোন কার্যের বিশালতা বা অনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে সাধারণভাবে প্রদত্ত বিদ্যারিত বৃত্তান্তের সহিত অনুরূপ কার্য-সংক্রান্ত ব্যয়দারী নির্ধারিত করা সম্ভব না হইলে প্রজাতন্ত্রের সম্মদ হইতে অনুরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যয়নির্বাহের জন্য মঞ্জুরীদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে;

(গ) কোন অর্থ-বৎসরের চলিত ব্যয়ের অংশ নয়, এইরূপ ব্যতিক্রমী মঞ্জুরীদানের ক্ষমতা

সংসদের থাকিবে ;

এবং যে উদ্দেশ্যে অনুরূপ মঞ্জুরীদান করা হইয়াছে, তাহা প্রাধিকারক সংযুক্ত তহবিল হইতে আইনের দ্বারা অর্থ প্রত্যাহারের কর্তৃত্বপ্রদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে ।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত কোন ব্যয়-সম্বন্ধিত মঞ্জুরীদানের ক্ষেত্রে এবং অনুরূপ ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে সংযুক্ত তহবিল হইতে অর্থ নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য প্রণীতব্য আইনের ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী যেক্রমে সক্রিয় হইবে, বর্তমান অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন কোন মঞ্জুরীদানের ক্ষেত্রে এবং ঐ দফার অধীন প্রণীতব্য কোন আইনের ক্ষেত্রেও উক্ত অনুচ্ছেদদ্বয় সমভাবে কার্যকর হইবে ।

৩য় পরিচ্ছেদ— অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্ষমতা

৯৩। (১) সংসদের অবিবেশনকাল ব্যতীত কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেক্রমে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে ;

অধ্যাদেশপ্রণয়ন-
ক্ষমতা

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না,

- (ক) মাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসংগতভাবে করা যায় না ;
- (খ) মাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়; অথবা
- (গ) মাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহত-ভাবে বলবৎ করা যায় ।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে

বাতিন না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেমো উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে।

(৩) সংসদ ভাঙিয়া যাওয়া অবস্থার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থাপনাক্রমের জ্ঞান প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন, যাহাতে সংবিধান-দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়মুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ মতামতীভূত সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং সংসদ পুনর্গঠিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগী করণসহ পালিত হইবে।



ষষ্ঠ ভাগ

বিচারবিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ— সুপ্রীম কোর্ট

৯৪। (১) “বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট” নামে বাংলা দেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নইয়া তাহা গঠিত হইবে।

সুপ্রীম কোর্ট-প্রতিষ্ঠা

(২) প্রধান বিচারপতি (মিনি “বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি” নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আদালতপ্রার্থীর জন্য রাষ্ট্রপতি যেক্রম সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইক্রম সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে।

(৩) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আদালত প্রার্থন করিবেন।

(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী-মাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য-পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।

৯৫। (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির দ্রুত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন।

বিচারক-নিয়োগ

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে এবং

(ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যান্য দশ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে, অথবা

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যান্য দশ বৎসর কোন বিচারবিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে কিংবা অন্যান্য দশ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে, এবং অন্যান্য তিন বৎসর জেলা-বিচারকের ক্ষমতা নির্বাহ না করিয়া থাকিলে

তিনি বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।

(৩) এই অনুচ্ছেদে “সুপ্রীম কোর্ট” বলিতে

এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলা-
দেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদানত
হাইকোর্টে হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে,
সেই আদানত অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৯৬। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে
কোন বিচারক বাষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া
পর্যন্ত স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন।

বিচারকদের পদের
মেয়াদ

(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের
कारणे সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্ত্যন
দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের
প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন
বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব
সম্মর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ
বা অসামর্থ্য সম্মর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি
সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

(৪) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া
স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্থায়ী পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৯৭। প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা
অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান
বিচারপতি তাঁহার দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া
রাষ্ট্রপতির নিকটে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে
ক্ষেত্রমত অন্য কোন ব্যক্তি অনুরূপ পদে যোগদান
না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান বিচারপতি স্থায়ী কার্য-
ভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপীল বিভাগের
অন্যান্য বিচারকের মধ্যে যিনি কর্মে প্রবীণতম, তিনি
অনুরূপ কার্যভার পালন করিবেন।

অস্থায়ী প্রধান
বিচারপতি-নিয়োগ

৯৮। এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী
সত্ত্বেও প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া
রাষ্ট্রপতির নিকটে সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের
বিচারক-সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত
বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি
সম্মান্য যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে
অনধিক দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত
করিতে পারিবেন, কিংবা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা
করিলে হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারককে যে
কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগে

সুপ্রীম কোর্টের
অতিরিক্ত বিচারকগণ

আঙ্গনগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে কিংবা বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে বর্তমান অনুচ্ছেদের কোন কিছুই নিবৃত্ত করিবে না।

৯৯। কোন ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্বপালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্বপালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসরগ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকটে ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।

অবসরগ্রহণের পর
বিচারকদের অক্ষমতা

১০০। রাজধানীতে মুখ্যমন্ত্রী কোর্টের মুখ্য আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থান-সমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

মুখ্যমন্ত্রী কোর্টের আসন

১০১। এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেসকল আদি, আপীল ও অন্যপ্রকার-এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।

হাইকোর্ট বিভাগের
এখতিয়ার

১০২। (১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকার-সমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন।

মৌলিক অধিকার
বলবৎকরণ প্রসঙ্গে
এবং কতিপয়
আদেশ ও নির্দেশ
প্রভৃতি-দানের ক্ষেত্রে
হাইকোর্ট বিভাগের
ক্ষমতা

(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকটে যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে

(অ) প্রজাতন্ত্র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্বপালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্বপালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যদ্বারা আইন-সংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে

(অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া মাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাৱে প্রতীক্ষমান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সন্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) কোন সরকারী পদে আঙ্গীন বা আঙ্গীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপরি-উক্ত দফাসমূহে মাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ

প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন কোন আদেশদানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীন কোন আবেদনক্রমে যে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং অনুরূপ অন্তর্বর্তী আদেশ

(ক) যেখানে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থার কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা

(খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে প্রতিকর হইতে পারে,

সেইখানে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে উক্ত আবেদন প্রসঙ্গে মুক্তিসংগত নোটিশদান এবং অ্যাটর্নি-জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাঁহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন অ্যাডভোকেটের) বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীক্ষমান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশ দান করিবেন না।

(৫) প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে “ব্যক্তি” বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১০৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপীল বিভাগের থাকিবে।

আপীল বিভাগের
এখতিয়ার

(২) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট জেই ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপীল করা মাইবে, যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ

(ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান-

ব্যাপ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ
প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে; অথবা

(খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা
কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা মারজীবন
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন; অথবা

(গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন
ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন;

এবং সংসদের আইন-দ্বারা যেকোন বিধান করা হইবে,
সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে।

(৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ
বা দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনু-
চ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপীল
বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই
মামলায় আপীল চলিবে।

(৪) সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে
পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট
বিভাগের প্রসঙ্গে যেকোন প্রযোজ্য, অন্য কোন আদালত
বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য
হইবে।

১০৪। কোন ব্যক্তির হাজিরা কিংবা কোন দলিল-
পত্র উদ্ঘাটন বা দাখিল করিবার আদেশসহ
আপীল বিভাগের নিকটে বিচারধীন যে কোন
মামলা বা বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য
যেকোন প্রয়োজনীয় হইতে পারে, উক্ত বিভাগ
সেইরূপ নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রী বা রীট জারী
করিতে পারিবেন।

আপীল বিভাগের
পরওয়ানা জারী
ও নির্বাহ

১০৫। সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলী-
সাপেক্ষে এবং আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যে
কোন বিধি-সাপেক্ষে আপীল বিভাগের কোন
ঘোষিত রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার
ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকিবে।

আপীল বিভাগ কর্তৃক
রায় বা আদেশ
পুনর্বিবেচনা

১০৬। যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকটে
প্রতীক্ষমান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন
উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা
দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্ব-
সম্পন্ন যে, সেই সম্মর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত
গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি

সুপ্রীম কোর্টের
উপদেষ্টামূলক
এখতিয়ার

আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ দ্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানীর পর প্রশ্নটি সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে দ্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

১০৭। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-মাপক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নইয়া প্রত্যেক বিভাগের এবং অধস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের
বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা

(২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং এই সংবিধানের ১১৩, ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ সমূহের অধীন দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-মাপক্ষে কোন কোন বিচারককে নইয়া কোন বিভাগের কোন বৈষ্ণ গঠিত হইবে এবং কোন কোন বিচারক কোন উদ্দেশ্যে আদান গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।

(৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা অর্পিত যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।

১০৮। সুপ্রীম কোর্ট একটি “কোর্ট অব রেকর্ড” হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশ-দান বা দণ্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইন-মাপক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।

“কোর্ট অব রেকর্ড”
রূপে সুপ্রীম কোর্ট

১০৯। হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে।

আদালতসমূহের
উপর তত্ত্বাবধান
ও নিয়ন্ত্রণ

১১০। হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষ-জনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বিভাগের কোন অধস্তন আদালতে বিচারার্থী কোন মামলায় এই সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত আইনের এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়

অধস্তন আদালত
হইতে হাইকোর্ট
বিভাগে মামলা
স্থানান্তর

জড়িত রহিয়াছে, সংশ্লিষ্ট মামলার মীমাংসার জন্য মাহার সাক্ষকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রয়োজন, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদানত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবেন এবং

(ক) স্মরণ মামলাটির মীমাংসা করিবেন; অথবা

(খ) উক্ত আইনের প্রস্তুতির নিশ্চয়তা করিবেন এবং উক্ত প্রস্তুত স্মরণে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের নকলসহ যে আদানত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, সেই আদানতে (বা অন্য কোন অধিস্থত আদানতে) মামলাটি ফেরৎ পাঠাইবেন এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার পর সেই আদানত উক্ত রায়ের সহিত সংশ্লিষ্টতা করিয়া মামলাটির মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

১১১। আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধিস্থত সকল আদানতের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে।

সুপ্রীম কোর্টের
রায়ের বাধ্যতামূলক
কার্যকরতা

১১২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা করিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের
সহায়তা

১১৩। (১) প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁহার নির্দেশক্রমে অন্য কোন বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী এই নিয়োগদান করা হইবে।

সুপ্রীম কোর্টের
কর্মচারিগণ

(২) সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেকোন নির্ধারিত হইবে, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের কর্মের শর্তাবলী সেইরূপ হইবে।

২য় পরিচ্ছেদ— অধিস্থান আদালত

১১৪। আইনের দ্বারা মেরুপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্টে ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধিস্থান আদালত থাকিবে।

অধিস্থান আদালত-
সমূহ-প্রতিষ্ঠা

১১৫। (১) বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট-পদে

অধিস্থান আদালতে
নিয়োগ

(ক) জেলা-বিচারকের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের সুপারিশক্রমে, এবং

(খ) অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত দরকারী কর্ম কমিশন ও সুপ্রীম কোর্টের দ্বিহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ-অনুমায়ী

রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি জেলা-বিচারক-পদে নিয়োগ-লাভের যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি

(ক) নিয়োগলাভের সময়ে প্রজ্ঞাপনের কর্মে রত থাকেন এবং উক্ত কর্মে অন্যান্য দ্রাত বৎসরকাল বিচারবিভাগীয় পদে বহাল না থাকিয়া থাকেন; অথবা

(খ) অন্যান্য দশ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকেন।

১১৬। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি-সম্পূর্ণী-দ্রহ) ও স্বত্বানাধিধান সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

অধিস্থান আদালত-
সমূহের নিয়ন্ত্রণ
ও স্বত্বানা

৩য় পরিচ্ছেদ— প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

১১৭। (১) ইতঃপূর্বে মাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ সম্মর্কে বা ক্ষেত্রসমূহ হইতে উদ্ধৃত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার-প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন:

প্রশাসনিক ট্রাইব্যু-
নালসমূহ

(ক) নবম ভাগে বর্ণিত বিষয়াদি এবং

অর্থদণ্ড বা অন্য দণ্ডসহ প্রজাতন্ত্রের
কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের
শর্তাবলী ;

(খ) যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগ বা
সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের
চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ
উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী
কর্তৃপক্ষে কর্মসূহ কোন আইনের
দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর
ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত
কোন সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন,
ব্যবস্থাপনা ও বিনি-ব্যবস্থা ;

(গ) যে আইনের উপর এই সংবিধানের
১০২ অনুচ্ছেদের (৩) দফা প্রযোজ্য
হয়, সেইরূপ কোন আইন।

(২) কোন ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন
কোন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইলে
অনুরূপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত
কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোনরূপ
কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোন আদেশ
প্রদান করিবেন না ;

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইনের দ্বারা
অনুরূপ কোন ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা
বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান
করিতে পারিবেন।



সপ্তম ভাগ

নির্বাচন

১১৮। (১) প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে মেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।

নির্বাচন কমিশন
-প্রতিষ্ঠা

(২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভারগ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং

(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার -পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না;

(খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনু-রূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।

(৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।

(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা মেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক মেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না।

(৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১১৯। (১) সংসদের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সংসদের নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি-পদের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

- (ক) রাষ্ট্রপতি-পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;
- (খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; এবং
- (গ) সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্ব-সমূহের অতিরিক্ত মেরুপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২০। এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্বপালনের জন্য মেরুপ কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ

১২১। সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করিয়া ভোটার-তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার-তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না।

প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার-তালিকা

১২২। (১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটারিকার-ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি

- (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন ;
- (খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয় ;
- (গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সাক্ষকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে ;
- (ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং
- (ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগ-সাজ্জশকারী (বিশেষ ট্রেইনিং স্কুল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।

১২৩। (১) রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ-অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হইলে মেয়াদ-সমাপ্তির তারিখের নব্বই দিন পূর্বে শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে :

নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ-সমাপ্তির মেয়াদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন, সেই মেয়াদের মেয়াদ-কালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হইলে মেয়াদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না, এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর মেয়াদের প্রথম বৈঠকের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার পর নব্বই দিনের মধ্যে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) মেয়াদ-সমাপ্তির সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে

- (ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে মেয়াদ ভাঙ্গিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং
- (খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে মেয়াদ ভাঙ্গিয়া যাইবার

ক্ষেত্রে ভাষ্ণিমা মাইবার পরবর্তী
নব্বই দিনের মধ্যে ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার (ক) উপ-দফা
-অনুমায়ী অনুষ্ঠিত সার্বারন নির্বাচনে নির্বাচিত
ব্যক্তিগন উক্ত উপ-দফায় উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্ত
না হওয়া পর্যন্ত সংসদ-সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ
করিবেন না।

(৪) সংসদ ভাষ্ণিমা যাওয়া ব্যতীত অন্য
কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে
সদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূন্য-
পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

১২৪। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে
সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমা
নির্ধারণ, ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন
অনুষ্ঠান এবং সংসদের মতামত গঠনের জন্য
প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন-
সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল
বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

নির্বাচন সম্বন্ধে
সংসদের বিধান-
প্রণয়নের ক্ষমতা

১২৫। এই সংবিধানে মাহা বলা হইয়াছে, তাহা
সম্বন্ধে

নির্বাচনী আইন ও
নির্বাচনের বৈধতা

(ক) এই সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীন
প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত
নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ,
কিংবা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকার জন্য
আঙ্গন-বন্টন সম্পর্কিত যে কোন
আইনের বৈধতা সম্বন্ধে কোন আদা-
লতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না;

(খ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের
দ্বারা বা অধীন বিধান-অনুমায়ী
কর্তৃপক্ষের নিকট এবং অনুরূপভাবে
নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত
ব্যতীত রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচন বা
সংসদের কোন নির্বাচন সম্বন্ধে
কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১২৬। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপালনে সহায়তা
করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।

নির্বাচন কমিশনকে
নির্বাহী কর্তৃপক্ষের
সহায়তাদান

অষ্টম ভাগ

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

১২৭। (১) বাংলাদেশের একজন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতঃপর “মহা হিসাব-নিরীক্ষক” নামে অভিহিত) থাকিবেন এবং তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।

মহা হিসাব-নিরীক্ষক
পদের প্রতিষ্ঠা

(২) এই সংবিধান ও সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-মাপেক্ষে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেকোন নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে।

১২৮। (১) মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারী হিসাব নিরীক্ষা করিবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্বন্ধে রিপোর্ট দান করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সেই প্রয়োজনে তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখল-ভুক্ত সকল নথি, বহি, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভান্ডার বা অন্যপ্রকার সরকারী সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী হইবেন।

মহা হিসাব-নিরীক্ষকের
দায়িত্ব

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত বিধানাবলীর হানি না করিয়া বিধান করা হইতেছে যে, আইনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন যৌথ সংস্থার ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা যেকোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সংস্থার হিসাব নিরীক্ষার ও অনুরূপ হিসাব সম্বন্ধে রিপোর্টদানের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ হিসাব নিরীক্ষা ও অনুরূপ হিসাব সম্বন্ধে রিপোর্ট দান করা যাইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় নির্ধারিত দায়িত্বসমূহ ব্যতীত সংসদ আইনের দ্বারা যেকোন নির্ধারণ করিবেন, মহা হিসাব-নিরীক্ষককে সেইরূপ দায়িত্বভার অর্পণ করিতে পারিবেন এবং এই দফার অধীন বিধানাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা অনুরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন দায়িত্ব-

পাননের ক্ষেত্রে মহা হিসাব-নিরীক্ষককে অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হইবে না।

১২৯। (১) এই অনুচ্ছেদ-দ্বারা মহা হিসাব-নিরীক্ষক মাট বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাঁহার পদে বহাল থাকিবেন।

(২) সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেকোন পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা হিসাব-নিরীক্ষক অপসারিত হইবেন না।

(৩) মহা হিসাব-নিরীক্ষক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া দ্বাধরমুক্ত পত্রযোগে স্থায় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) কর্মাবসানের পর মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের কর্মে অন্য কোন পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না।

মহা হিসাব-নিরীক্ষকের
কর্মের মেয়াদ

১৩০। কোন সময়ে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের পদ শূন্য থাকিলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি কার্যভারদাননে অক্ষম বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকটে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে ক্ষেত্রমত এই সংবিধানের ১২৭ অনুচ্ছেদের অধীন কোন নিয়োগদান না করা পর্যন্ত কিংবা মহা হিসাব-নিরীক্ষক পুনরায় স্থায় দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কোন ব্যক্তিকে মহা হিসাব-নিরীক্ষকরূপে কার্য করিবার জন্য এবং উক্ত পদের দায়িত্বভার পালনের জন্য নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

অস্থায়ী মহা
হিসাব-নিরীক্ষক

১৩১। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহা হিসাব-নিরীক্ষক যেকোন নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ আকার ও পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হইবে।

প্রজাতন্ত্রের হিসাব-
রক্ষার আকার ও
পদ্ধতি

১৩২। প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকটে পেশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

সংসদে মহা হিসাব-
নিরীক্ষকের রিপোর্ট
উদ্ভাষন

নবম ভাগ

বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ—কর্মবিভাগ

১৩৩। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন;

নিয়োগ ও কর্মের
শর্তাবলী

তবে শর্ত থাকে যে, এই উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিধিসমূহ-প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে অনুরূপ বিধিসমূহ কার্যকর হইবে।

১৩৪। এই সংবিধানের দ্বারা অনুরূপ বিধান না করা হইয়া থাকিলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির মনোমানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্থায় পদে বহান থাকিবেন।

কর্মের মেয়াদ

১৩৫। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে অসামরিক পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-অপেক্ষা অর্ধশতন কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত হইবেন না।

অসামরিক সরকারী
কর্মচারীদের
বরখাস্ত প্রভৃতি

(২) অনুরূপ পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সন্দেহে প্রদ্রাবিত ব্যবস্থাপ্রহণের বিরুদ্ধে কার্য দর্শাইবার মুক্তিদণ্ডেত সুযোগদান না করা পর্যন্ত তাঁহাকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করা মাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফা সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(অ) কোন ব্যক্তি যে আচরণের ফলে ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন, সেই আচরণের জন্য তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করা হইয়াছে; অথবা

(আ) কোন ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত

বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন
কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে
প্রতীয়মান হয় যে, কোন কারণে
মাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ করিবেন-
উক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ-
দান করা মুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব
নহে ; অথবা

(২) রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে
প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার
স্বার্থে উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ সুযোগ-
দান সমীচীন নহে ।

(৩) অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে এই অনুচ্ছেদের
(২) দফায় বর্ণিত কারণ দর্শাইবার সুযোগ দান
করা মুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব কি না, এইরূপ
প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সেই সম্বন্ধে তাঁহাকে
বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার
ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত হুঁড়াত্ত হইবে ।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কোন লিখিত
চুক্তির অধীন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন
এবং উক্ত চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী যথাযথ নোটি-
শের দ্বারা চুক্তিটির অবসান ঘটান হইয়াছে,
সেই ক্ষেত্রে চুক্তিটির অনুরূপ অবসানের জন্য
তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসামর্থনকল্পে পদ
হইতে অপসারিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৩৬। আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগ-
সমূহের সৃষ্টি, সংযুক্তকরণ ও একীকরণসহ পুন-
গঠনের বিধান করা যাইবে এবং অনুরূপ আইন
প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কর্মের
শর্তাবলীর তারতম্য করিতে ও তাহা রদ করিতে
পারিবে ।

কর্মবিভাগ-পুনর্গঠন

২য় পরিচ্ছেদ— সরকারী কর্ম কমিশন

১৩৭। আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক
বা একাধিক সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান
করা যাইবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের
দ্বারা যেকোন নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ অন্যান্য
সদস্যকে লইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে ।

কমিশন-প্রতিষ্ঠা

১৩৮। (১) প্রত্যেক সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অধিক (তবে অধিকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হইবেন, যাহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সদস্য-নিয়োগ

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-মাপক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেক্রপ নির্ধারণ করিবেন, সেইক্রপ হইবে।

১৩৯। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-মাপক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য তাঁহার দায়িত্বগ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর বা তাঁহার বাষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া— ইহার মধ্যে যাহা অগ্রে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন।

পদের মেয়াদ

(২) সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেক্রপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইক্রপ পদ্ধতি ও কারণে ব্যতীত কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য অপসারিত হইবেন না।

(৩) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্থায়ী পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) কর্মাবসানের পর কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে পুনরায় নিযুক্ত হইবার যোগ্য থাকিবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদের (১) দফা-মাপক্ষে

(ক) কর্মাবসানের পর কোন সভাপতি এক মেয়াদের জন্য পুনর্নিয়োগলাভের যোগ্য থাকিবেন; এবং

(খ) কর্মাবসানের পর কোন সদস্য (সভাপতি ব্যতীত) এক মেয়াদের জন্য কিংবা কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতিরূপে নিয়োগলাভের যোগ্য থাকিবেন।

১৪০। (১) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব

কমিশনের দায়িত্ব

হইবে

- (ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা;
- (খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুমায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্বন্ধে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান; এবং
- (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সহিত অসঙ্গত নহে) বিধানাবলী-দ্বাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন :

- (ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্বন্ধিত বিষয়াদি ;
- (খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপ-যোগিতা-নির্নয় সম্বন্ধে অনুসরণীয় নীতিসমূহ ;
- (গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি ; এবং
- (ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ।

১৪১। (১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

বার্ষিক রিপোর্ট

(২) রিপোর্টের সহিত একটি দ্বারকলিপি থাকিবে, যাহাতে

(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গ্রহীত না হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্রে এবং পরামর্শ গ্রহীত না হইবার কারণ, এবং

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে এবং পরামর্শ না করিবার কারণ

সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) যে বৎসর রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে, সেই বৎসর একত্রিশে মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট ও দ্বারকলিপি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।



দশম ভাগ

সংবিধান-সংশোধন

১৪২। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা
সত্ত্বেও

সংবিধানের বিধান
সংশোধন বা
রহিতকরণের ক্ষমতা

(ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের
কোন বিধান সংশোধিত বা রহিত
হইতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) অনুরূপ সংশোধনী বা রহিতকরণের
জন্য আনীত কোন বিলের সম্মুখ
শিরোনামায় এই সংবিধানের কোন
বিধান সংশোধন বা রহিত করা
হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ
না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য
গ্রহণ করা যাইবে না;

(আ) সংসদের মোটে সদস্য-সংখ্যার
অন্যন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত
না হইলে অনুরূপ কোন বিলে
সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির
নিকট উপস্থাপিত হইবে না;

(খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত
হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির
নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের
সাত দিনের মধ্যে তিনি বিল-
টিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং
তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে
উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিল-
টিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া
গণ্য হইবে।

একাদশ ভাগ

বিবিধ

১৪৩। (১) আইনসংগতভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীত নিম্ন-লিখিত সম্পত্তিসমূহ প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে :

প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি

(ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী;

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্ভুক্ত মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহাসাগরের উপরিভূ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; এবং

(গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মানিক-বিহীন যে কোন সম্পত্তি।

(২) সংসদ সময়ে সময়ে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও মহাসাগরের সীমা-নির্ধারণের বিধান করিতে পারিবেন।

১৪৪। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধকদান ও বিলি-ব্যবস্থা, যে কোন কারবার বা ব্যবসায়-চালনা এবং যে কোন চুক্তি প্রণয়ন করা যাইবে।

সম্পত্তি ও কারবার
প্রভৃতি-প্রসঙ্গে
নির্বাহী কর্তৃত্ব

১৪৫। (১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি যেকোন নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করিবেন, তাঁহার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রতীকিত তাহা সম্পাদিত হইবে।

চুক্তি ও দলিল

(২) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হইলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না, তবে

এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্য-
ধারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ
করিবে না।

১৪৬। “বাংলাদেশ”— এই নামে বাংলাদেশ
সরকার কর্তৃক বা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে
মামলা দায়ের করা যাইতে পারিবে।

বাংলাদেশের নামে
মামলা

১৪৭। (১) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ
কোন পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির পারিশ্রমিক,
বিশেষ-অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্ত সংসদের
আইনের দ্বারা বা অধীন নির্ধারিত হইবে, তবে
অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত

কতিপয় পদাধিকারীর
পারিশ্রমিক প্রভৃতি

(ক) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত
পূর্বে ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত
বা কর্মরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহা যেকোন
প্রযোজ্য ছিল, সেইরূপ হইবে; অথবা

(খ) অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপ-দফা প্রযোজ্য
না হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা
যেকোন নির্ণয় করিবেন, সেইরূপ হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন
পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির কার্যভারকালে
তাঁহার পারিশ্রমিক, বিশেষ-অধিকার ও কর্মের
অন্যান্য শর্তের এমন তারতম্য করা যাইবে না,
যাহা তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনক হইতে পারে।

(৩) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ
কোন পদে নিযুক্ত বা কর্মরত ব্যক্তি কোন লাভ-
জনক পদ কিংবা বেতনাদিযুক্ত পদ বা মর্যাদায়
বহাল হইবেন না কিংবা মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে-
যুক্ত কোন কোম্পানী, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের
ব্যবস্থাপনায় বা পরিচালনায় কোনরূপ অংশ
গ্রহণ করিবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার উদ্দেশ্যসাধন-
কল্পে উপরের প্রথমোল্লিখিত পদে অধিষ্ঠিত বা
কর্মরত রহিয়াছেন, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি
অনুরূপ লাভজনক পদ বা বেতনাদিযুক্ত পদ বা
মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৪) এই অনুচ্ছেদ নিম্নলিখিত পদসমূহে
প্রযোজ্য হইবে:

(ক) রাষ্ট্রপতি,

- (খ) প্রধানমন্ত্রী,
- (গ) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার,
- (ঘ) মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী,
- (ঙ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক,
- (চ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,
- (ছ) নির্বাচন কমিশনার,
- (জ) সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য।

১৪৮। (১) তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত যে কোন পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভারগ্রহণের পূর্বে উক্ত তফসিল-অনুমায়ী শপথগ্রহণ বা ঘোষণা (এই অনুচ্ছেদে “শপথ” বলিয়া অভিহিত) করিবেন এবং অনুরূপ শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরদান করিবেন।

(২) এই সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকটে শপথগ্রহণ আবশ্যিক হইলে এবং কোন কারণে সেই ব্যক্তির নিকটে শপথগ্রহণ সম্ভব না হইলে অনুরূপ ব্যক্তি যেকোন ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ ব্যক্তির নিকটে সেইরূপ স্থানে শপথ গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) এই সংবিধানের অধীন যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পক্ষে কার্যভারগ্রহণের পূর্বে শপথগ্রহণ আবশ্যিক, সেই ক্ষেত্রে শপথগ্রহণের অব্যবহিত পর তিনি কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪৯। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকরতা অব্যাহত থাকিবে, তবে অনুরূপ আইন এই সংবিধানের অধীন প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।

প্রচলিত আইনের
হেফাজত

১৫০। এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্ত্বেও চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

ক্রান্তিকালীন ও
অস্থায়ী বিধানাবলী

১৫১। রাষ্ট্রপতির নিম্নলিখিত আদেশসমূহ প্রত্যেকেরা রহিত করা হইল:

রহিতকরণ

- (ক) আইনের ধারাবাহিকতা বনবৎ করণ আদেশ (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল)

তারিখে প্রণীত);

- (খ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ;
- (গ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৫);
- (ঘ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ মহা হিমাচল নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১৫);
- (ঙ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গনপরিষদ আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ২২);
- (চ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ২৫);
- (ছ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সমূহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৩৪);
- (জ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সরকারী কর্ম সম্পাদন) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৫৮)।

১৫২। (৩) বিষয় বা প্রস্তাবের প্রয়োজনে অনুরূপ ব্যাখ্যা
না হইলে এই সংবিধানে

“অধিবেশন” (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ এই সংবিধান-প্রবর্তনের পর কিংবা একবার জুগিত হইবার বা ভাঙ্গিয়া মাইবার পর সংসদ যখন প্রথম মিলিত হয়, তখন হইতে সংসদ জুগিত হওয়া বা ভাঙ্গিয়া মাওয়া পর্যন্ত বৈঠক-সমূহ;

“অনুচ্ছেদ” অর্থ এই সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ;

“অবসর-ভাতা” অর্থ আংশিকভাবে প্রদেয় ইউক বা না ইউক, যে কোন অবসর-ভাতা, মাহা কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেয়; এবং কোন ভবিষ্য-তহবিলের চাঁদা বা ইহার সহিত সং-যোজিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যর্পন-ব্যপদেশ দেয় অবসরকালীন বেতন বা আনু-তোষিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

“অর্থ-বৎসর” অর্থ জুলাই মাসের প্রথম

- দিবসে যে বৎসরের আরম্ভ ;
- “আইন” অর্থ কোন আইন, অব্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন প্রথা বা রীতি ;
- “আপীল বিভাগ” অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ;
- “উপ-দফা” অর্থ যে দফার শব্দটি ব্যবহৃত, সেই দফার একটি উপ-দফা ;
- “স্বনগ্রহণ” বলিতে বাৎসরিক কিম্বা পরি-শোধযোগ্য অর্থসংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত হইবে ; এবং “স্বন” বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে ;
- “করারোপ” বলিতে সার্ভারন, স্থানীয় বা বিশেষ-যে কোন কর, খাজনা, শুল্ক বা বিশেষ করের আরোপ অন্তর্ভুক্ত হইবে ; এবং “কর” বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে ;
- “গ্যারান্টি” বলিতে কোন উদ্যোগের সুনাশা নির্ধারিত পরিমানের অপেক্ষা কম হইলে তাহার জন্য অর্থ প্রদান করিবার বাধ্যবাধকতা—যাহা এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে গৃহীত হইয়াছে— অন্তর্ভুক্ত হইবে ;
- “জেনা-বিচারক” বলিতে অতিরিক্ত জেনা-বিচারক অন্তর্ভুক্ত হইবেন ;
- “তফসিল” অর্থ এই সংবিধানের কোন তফসিল ;
- “দফা” অর্থ যে অনুচ্ছেদে শব্দটি ব্যবহৃত, সেই অনুচ্ছেদের একটি দফা ;
- “দেনা” বলিতে বাৎসরিক কিম্বা হিসাবে মূলধন পরিশোধের জন্য যে কোন বাধ্যবাধকতাজনিত দায় এবং যে কোন গ্যারান্টিযুক্ত দায় অন্তর্ভুক্ত হইবে ; এবং “দেনার দায়” বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে ;
- “নাগরিক” অর্থ নাগরিকত্ব-সম্মকিত আইনানু-যায়ী যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক ;
- “প্রচলিত আইন” অর্থ এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়

সীমানায় বা উহার অংশবিশেষে
আইনের ক্ষমতামান্ন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে
সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, এমন
যে কোন আইন ;

“প্রজাতন্ত্র” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ;

“প্রজাতন্ত্রের কর্ম” অর্থ অসামরিক বা সামরিক
ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্ত
যে কোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং
আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলিয়া
ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্য কোন
কর্ম ;

“প্রধান নির্বাচন কমিশনার” অর্থ এই সংবিধানে
১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত
কোন ব্যক্তি ;

“প্রধান বিচারপতি” অর্থ বাংলাদেশের প্রধান
বিচারপতি ;

“প্রশাসনিক এককংশ” অর্থ জেলা কিংবা এই
সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধন-
কল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য
কোন এলাকা ;

“বিচারক” অর্থ সুপ্রীম কোর্টের কোন
বিভাগের কোন বিচারক ;

“বিচার-কর্মবিভাগ” অর্থ জেলা-বিচারক-পদের
অনুর্ধ্ব কোন বিচারবিভাগীয় পদে
অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নইয়া গঠিত
কর্মবিভাগ ;

“বৈঠক” (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ মূলতঃী না
করিয়া সংসদ মতঞ্জন ধারাবাহিক-
ভাবে বৈঠকরত থাকেন, সেইরূপ
মেয়াদ ;

“ভাগ” অর্থ এই সংবিধানের কোন ভাগ ;

“রাজধানী” অর্থ এই সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদে
রাজধানী বলিতে যে অর্থ করা
হইয়াছে ;

“রাজনৈতিক দল” বলিতে এমন একটি
অধিসংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত,
যে অধিসংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের
অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্বাভাবিকরূপে
কোন নামে কার্য করেন এবং কোন
রাজনৈতিক মত প্রচারের বা কোন

রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার
উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসংস্থ হইতে
পৃথক কোন অধিসংস্থ হিমায়ে নিজ-
দিগকে প্রকাশ করেন;

“রাষ্ট্র” বলিতে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ
সরকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত;

“রাষ্ট্রপতি” অর্থ এই সংবিধানের অধীন
নির্বাচিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা
সাময়িকভাবে উক্ত পদে কর্তব্যে কোন
ব্যক্তি;

“শৃঙ্খলা-বাহিনী” অর্থ

(ক) স্কল, নৌ বা বিমান-বাহিনী;

(খ) পুলিশ-বাহিনী;

(গ) আইনের দ্বারা এই সংক্রান্ত অর্থের
অন্তর্গত বলিয়া ঘোষিত যে কোন
শৃঙ্খলা-বাহিনী;

“শৃঙ্খলামূলক আইন” অর্থ শৃঙ্খলা-বাহিনীর
শৃঙ্খলানিয়ন্ত্রণকারী কোন আইন;

“সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ” অর্থ যে কোন
কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যাহার
কার্যাবলী বা প্রধান প্রধান কার্য
কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা
বাংলাদেশে আইনের স্বরাজসম্মত চুক্তি-
পত্র-দ্বারা নির্দিষ্ট হয়;

“সংসদ” অর্থ এই সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ-
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সংসদ;

“সম্মতি” বলিতে সকল সভার ও অসভার,
বস্তুগত ও নির্বস্তুগত সকল প্রকার
সম্মতি, বারিফিক ও শিল্পগত উদ্যোগ
এবং অনুরূপ সম্মতি বা উদ্যোগের
সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দ্রব্য বা অংশ
অন্তর্ভুক্ত হইবে;

“সরকারী কর্মচারী” অর্থ প্রজাতন্ত্রের কর্মে
বেতনাদিযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্তব্যে
কোন ব্যক্তি;

“সরকারী বিজ্ঞপ্তি” অর্থ বাংলাদেশ গেজেটে
প্রকাশিত কোন বিজ্ঞপ্তি;

“সিকিউরিটি” বলিতে স্টক অন্তর্ভুক্ত হইবে;

“সুপ্রীম কোর্ট” অর্থ এই সংবিধানের ১৪
অনুচ্ছেদ-দ্বারা গঠিত বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট;

“স্বীকার” অর্থ এই সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ-
অনুসারে সাময়িকভাবে স্বীকারের
পক্ষে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ;

“হাইকোর্ট বিভাগ” অর্থ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট
বিভাগ ।

(২) ১৮-৯৭ সালের জেনারেল ক্লজ্‌স্ অ্যাক্ট

(ক) সংসদের কোন আইনের ক্ষেত্রে মেরুপ
প্রযোজ্য, এই সংবিধানের ক্ষেত্রে সেইরূপ
প্রযোজ্য হইবে ;

(খ) সংসদের কোন আইনের দ্বারা রহিত
কোন আইনের ক্ষেত্রে মেরুপ প্রযোজ্য,
এই সংবিধানের দ্বারা রহিত কিংবা
এই সংবিধানের কারনে বাতিল বা
কার্যকরতানুষ্ঠ কোন আইনের ক্ষেত্রে
সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে ।

১৫৩। (১) এই সংবিধানকে “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা-
দেশের সংবিধান” বলিয়া উল্লেখ করা হইবে
এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে
ইহা বলবৎ হইবে, যাহাকে এই সংবিধানে “সংবিধান-
প্রবর্তন” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ।

প্রবর্তন, উল্লেখ ও
নির্ভরযোগ্য পাঠ

(২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য
পাঠ ও ইংরাজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনু-
মোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য
বলিয়া গণপরিষদের স্বীকার সার্টিফিকেটে প্রদান
করিবেন ।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুমায়ী সার্টি-
ফিকেটমুক্ত কোন পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর
ছড়ানু প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরাজী পাঠের
মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে ।



প্রথম তফসিল

[৪৭ অনুচ্ছেদ]

অন্যান্য বিধান সংশ্লেষেও কার্যকর আইন

১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজা-
স্বত্ব আইন (১৯৫১ সালের আইন নং ২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (শিল্প ও বানিজ্য
প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব-
গ্রহণ) আদেশ (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের
আদেশ নং ১)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ মোগলসাজসকারী (বিশেষ
ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের সি.ও.নং ৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (কর্মবিভাগ-
সমূহ) আদেশ (১৯৭২ সালের সি.ও.নং ৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
আদেশ (১৯৭২ সালের সি.ও.নং ১০)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (উদ্বাস্তু সম্পত্তি
পুনরুদ্ধার) আদেশ (১৯৭২ সালের সি.ও.নং ১৩)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী
(অবসরগ্রহণ) আদেশ (১৯৭২ সালের সি.ও.নং ১৪)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি
(নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা) আদেশ
(১৯৭২ সালের সি.ও.নং ১৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক (রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ)
আদেশ (১৯৭২ সালের সি.ও.নং ২৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্পোদ্যোগ (রাষ্ট্রা-
য়ত্ত্বকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের সি.ও.নং ২৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জলমান

কর্পোরেশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সম্পত্তি ও পরিসম্পত্তি
ন্যস্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ২৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বীমা (জরুরী বিধানা-
বলী) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৩০)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য
সরবরাহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৪৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ তফসিলভুক্ত অপরাধ
(বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৫০)।

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও বেসরকারী সংগঠন-
সমূহ (কর্মচারীদের বেতন-নিয়ন্ত্রণ) আদেশ (১৯৭২
সালের পি. ও. নং ৫৪)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পাট রপ্তানী সংস্থা
আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৫৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন
পর্ষদসমূহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৫৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (সার্ভিসেস্ফ-
স্কীনিং) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৬৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার হাট ও
বাজার (ব্যবস্থাপনা) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৭৩)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার ও আংশিক
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (কর্মচারীদের বেতন-
নিয়ন্ত্রণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৭৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বীমা (রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ)
আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৯৫)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ভূমি জিরাত (সীমা-
বদ্ধকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৯৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বিমান আদেশ
(১৯৭২ সালের সি. ও. নং ১২৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক আদেশ
(১৯৭২ সালের সি. ও. নং ১২৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা
আদেশ (১৯৭২ সালের সি. ও. নং ১২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্প ব্যাঙ্ক আদেশ
(১৯৭২ সালের সি. ও. নং ১২৯)।

এবং রাষ্ট্রপতির আদেশসহ প্রচলিত আইনের
দ্বারা কৃত উপরি-উক্ত আইন ও আদেশসমূহের
সকল সংশোধনী ।



দ্বিতীয় তফসিল

[৪৮ অনুচ্ছেদ]

রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন

১। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (এই তফসিলে “কমিশনার” বনিয়া অভিহিত) রাষ্ট্রপতির পদের যে কোন নির্বাচন-অনুষ্ঠান ও পরিচালনা করিবেন এবং অনুরূপ নির্বাচনে নির্বাচনী কর্তা হইবেন।

২। এই তফসিল-অনুসারে অনুষ্ঠিত সংসদ-সদস্যদের বৈধক্যে প্রভাপতিত্ব করিবার জন্য কমিশনার একজন ভোটকেন্দ্র-কর্তা নিযুক্ত করিবেন।

৩। কমিশনার সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল, পরীক্ষা, প্রত্যাহার এবং (প্রয়োজন হইলে) ভোটগ্রহণের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন।

৪। মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে কোন সময়ে কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে ঐ পদের জন্য মনোনীত করিয়া নির্বাচনী কর্তার নিকটে একটি মনোনয়নপত্র প্রদান করিতে পারিবেন, যে মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক হিসাবে তাঁহার স্বাক্ষর থাকিবে এবং সমর্থক হিসাবে অন্য একজন সংসদ-সদস্যের স্বাক্ষর থাকিবে; সেই সঙ্গে তিনি রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য মনোনীত হইতে যাইতেছেন, তাঁহারও উক্ত মনোনয়নে সম্মতিসূচক স্বাক্ষরিত বিবৃতি থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রস্তাবক হিসাবে বা সমর্থক হিসাবে কোন ব্যক্তি কোন এক নির্বাচনে একটির অধিক মনোনয়নপত্র স্বাক্ষর করিবেন না।

৫। কমিশনার তাঁহার দ্বারা নির্ধারিত সময় ও স্থানে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করিবেন, এবং পরীক্ষার পর মাত্র একজনের মনোনয়ন বৈধ থাকিলে উক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত বনিয়া ঘোষণা করিবেন, তবে একাধিক ব্যক্তির মনোনয়ন বৈধ

থাকিলে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বৈধভাবে মনোনীত ব্যক্তি (এই তফসিলে “প্রার্থী” নামে অভিহিত)-দের নাম ঘোষণা করিবেন।

৬। প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে কোন সময়ে কোন প্রার্থী ভোট-কেন্দ্র-কর্তার নিকটে স্বাক্ষরযুক্ত নোটিশ দাখিল করিয়া নিজের প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন, এবং কোন প্রার্থী অনুরূপভাবে দ্বীয় প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করিলে তাঁহাকে এ নোটিশ খারিজ করিতে দেওয়া হইবে না।

৭। যদি একজন ব্যক্তি সকল প্রার্থী প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কমিশনার সেই একজনকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

৮। যদি কোন প্রার্থী প্রার্থিপদ প্রত্যাহার না করিয়া থাকেন কিংবা প্রত্যাহারের পর দুই বা ততোধিক প্রার্থী থাকিয়া মান, তাহা হইলে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিশনার অনুরূপ প্রার্থীদের এবং তাঁহাদের প্রস্তাবক ও সমর্থকদের নাম ঘোষণা করিবেন, এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী-অনুমায়ী গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন।

৯। নির্বাচন-সমাপ্তির পূর্বে যদি বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থীর মৃত্যু হয় এবং ভোটকেন্দ্র-কর্তা তাঁহার মৃত্যুর রিপোর্ট প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ভোটকেন্দ্র-কর্তা উক্ত প্রার্থীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার পর ভোটগ্রহণ বাতিল করিবেন ও কমিশনারকে সৈ সম্বন্ধে জানানিবেন এবং উক্ত নির্বাচন সম্পর্কিত কার্যধারা নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে।

১০। সংসদ-সদস্যদের বৈঠকে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে এবং কমিশনারের অনুমোদনক্রমে ভোটকেন্দ্র-কর্তা কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীদের সহায়তায় ভোটকেন্দ্র-কর্তা ভোটগ্রহণ পরিচালনা করিবেন।

১১। সংসদের বৈঠকে ভোটদানের জন্য উপস্থিত

প্রত্যেক সংসদ-সদস্য (এই তফসিলে “ভোটদাতা” নামে অভিহিত)-কে প্রার্থীদের নাম-সংবলিত একটি করিয়া ভোটপত্র প্রদান করা হইবে এবং তিনি যে প্রার্থীকে ভোটদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার নামের পার্শ্বে টেরা-চিহ্ন দিয়া ব্যক্তিগতভাবে ভোটদান করিবেন।

১২। ভোটপত্র বাতিল হইবে, যদি

- (ক) উহাতে সরকারী সংখ্যা ব্যতীত এমন কোন নাম, শব্দ বা চিহ্ন থাকে, যাহা দ্বারা ভোটদাতাকে সনাক্ত করা যায়; অথবা
- (খ) উহাতে ভোটকেন্দ্র-কর্তার নামের দস্তখত না থাকে; অথবা
- (গ) উহাতে টেরা-চিহ্ন না থাকে; অথবা
- (ঘ) দুই বা ততোধিক প্রার্থীর নামের পার্শ্বে টেরা-চিহ্ন থাকে; অথবা
- (ঙ) কোন প্রার্থীর নামের পার্শ্বে টেরা-চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়তা থাকে।

১৩। ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক ভোটকেন্দ্র-কর্তা প্রার্থীদের বা তাঁহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি-দের মধ্য হইতে মাংহারা উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সম্মুখে ভোটের বাস্তবপূর্ণি খুলিবেন ও খানি করিয়া ফেলিবেন, এবং এই সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীন আইনের দ্বারা নির্ধারিত প্রণালীতে বৈধ ভোটপত্রসমূহে প্রত্যেক প্রার্থীর সপক্ষে ভোটের সংখ্যা গণনা করিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা কমিশনারকে জ্ঞাপন করিবেন।

১৪। যদি মাত্র দুইজন প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে যে প্রার্থী অধিক-সংখ্যক ভোট লাভ করিয়াছেন, তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া কমিশনার ঘোষণা করিবেন।

১৫। যদি তিন বা ততোধিক-সংখ্যক প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে একজন প্রার্থী অবশিষ্ট প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত সর্বমোট ভোট-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া থাকিলে তিনি

নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া কমিশনার ঘোষণা করিবেন ।

১৬। যদি তিন বা ততোধিক-সংখ্যক প্রার্থী থাকেন এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটি প্রযোজ্য না হয়, তাহা হইলে এই তফসিলে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিধানাবলী-অনুমায়ী পুনরায় ভোটগ্রহণ করা হইবে এবং এই ভোটগ্রহণের সময়ে পূর্ববর্তী ভোটগ্রহণের ফলে যে প্রার্থী সর্বনিম্ন সংখ্যক ভোট লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইবে ।

১৭। অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুমায়ী প্রয়োজনীয় ভোটগ্রহণ এবং তৎপূর্ববর্তী যে কোন ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে ঐ সকল অনুচ্ছেদের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ।

১৮। যে ক্ষেত্রে কোন ভোটগ্রহণের ফলে দুই বা ততোধিক সংখ্যক প্রার্থী সমান ভোট পাইবেন, সেইরূপ ক্ষেত্রে

(ক) যদি মাত্র দুইজন নির্বাচনপ্রার্থী থাকেন; অথবা

(খ) যদি এই তফসিলের ১৬ অনুচ্ছেদের অধীন কোন ভোটগ্রহণে সম-সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্য হইতে একজনকে বাদ দিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রমত নির্বাচনের জন্য বা বাদ দিবার জন্য প্রার্থী বাছাই লটারীর দ্বারা হইবে ।

১৯। কোন ভোটগ্রহণের পর ভোটগণনা সমাপ্ত হইলে এবং ভোটগ্রহণের ফলাফল দ্বিরীকৃত হইলে কমিশনার তৎক্ষণাত্ উপস্থিত ব্যক্তিদের সম্মুখে ফলাফল ঘোষণা করিবেন এবং তৎক্ষণাত্ সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা তাহা ঘোষণার ব্যবস্থা করিবেন ।

২০। এই তফসিলের উদ্দেশ্যসমূহকে কার্যকর করিবার জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে কমিশনার সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।

তৃতীয় তফসিল

[১৪৮ অনুচ্ছেদ]

শপথ ও ঘোষণা

১। রাষ্ট্রপতি-প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) -পাঠ পরিচালিত হইবে :

“আমি,....., সপ্রদ্ব্যুচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুমায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা-বিধান করিব;

এবং আমি জাতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুমায়ী মতাবিহিত আচরণ করিব।”

২। প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) -পাঠ পরিচালিত হইবে :

(ক) পদের শপথ (বা ঘোষণা) :

“আমি,....., সপ্রদ্ব্যুচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুমায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী, বা উপমন্ত্রী) -পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা-বিধান করিব;

এবং আমি জাতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুমায়ী মতাবিহিত আচরণ করিব।”

(খ) গোপনতার শপথ (বা ঘোষণা):

“আমি,.....,সশ্রদ্ধচিত্তে
শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে,
সরকারের প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী,
প্রতি-মন্ত্রী, বা উপমন্ত্রী) -রূপে যে সকল বিষয়
আমার বিবেচনার জন্ম আনিত হইবে বা
যে সকল বিষয় আমি অবগত হইব, তাহা
প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী,
বা উপমন্ত্রী) -রূপে মতামতভাবে আমার কর্তব্য
পালনের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে
কোন ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোন ব্যক্তির
নিকটে প্রকাশ করিব না।”

৩। স্মীকার— প্রধান বিচারপতি কর্তৃক
নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) -পাঠ
পরিচালিত হইবে :

“আমি,.....,সশ্রদ্ধচিত্তে
শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি
আইন-অনুমায়ী সংসদের স্মীকারের কর্তব্য
(এবং কখনও আহুত হইলে রাষ্ট্রপতির কর্তব্য)
বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস
ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা
বিধান করিব ;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা
বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-
অনুমায়ী মতাবিহিত আচরণ করিব।”

৪। ডেপুটি স্মীকার— প্রধান বিচারপতি কর্তৃক
নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) -পাঠ
পরিচালিত হইবে :

“আমি,.....,সশ্রদ্ধচিত্তে
শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি
আইন-অনুমায়ী সংসদের ডেপুটি স্মীকারের কর্তব্য
(এবং কখনও আহুত হইলে স্মীকারের কর্তব্য)
বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস

ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা-
বিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা
বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-
অনুমায়ী সম্মতিবিত্ত আচরণ করিব।”

৫। **সংসদ-সদস্য**— সংসদের কোন বৈঠকে
সদ্যকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা
ঘোষণা) পাঠ পরিচালিত হইবে:

“আমি,....., সংসদ-সদস্য
নির্বাচিত হইয়া সপক্ষে চিত্তে শপথ (বা হৃদভাবে
ঘোষণা) করিতেছি যে,

আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি,
তাহা আইন-অনুমায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত
পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস
ও আনুগত্য পোষণ করিব;

এবং সংসদ-সদস্যরূপে আমার কর্তব্যপালনকে
ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।”

৬। **প্রধান বিচারপতি বা বিচারক**— প্রধান
বিচারপতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং সুপ্রীম
কোর্টের কোন বিভাগের কোন বিচারকের ক্ষেত্রে
প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে
শপথ (বা ঘোষণা) পাঠ পরিচালিত হইবে:

“আমি,....., প্রধান
বিচারপতি (বা ক্ষেত্রমত সুপ্রীম কোর্টের আদীন/হাইকোর্ট
বিভাগের বিচারক) নিযুক্ত হইয়া সপক্ষে চিত্তে শপথ (বা হৃদ-
ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুমায়ী ও
বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও
আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের রক্ষণ,
সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের
বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুমায়ী
সম্মতিবিত্ত আচরণ করিব।”

৭। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনার
প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ
(বা ঘোষণা) - পাঠ পরিচালিত হইবে :

“আমি,....., প্রধান
নির্বাচন কমিশনার (বা ক্ষেত্রমত নির্বাচন কমিশনার)
নিযুক্ত হইয়া সপ্ৰদ্বিটিতে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা)
করিতেছি যে, আমি আইন-অনুমায়ী ও বিশ্বদুতার
সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও
আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা-
বিধান করিব ;

এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে
ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না ।”

৮। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক— প্রধান
বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা
ঘোষণা) - পাঠ পরিচালিত হইবে :

“আমি,....., মহা
হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হইয়া সপ্ৰদ্বিটিতে
শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে,
আমি আইন-অনুমায়ী ও বিশ্বদুতার সহিত আমার
পদের কর্তব্য পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও
আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা-
বিধান করিব ;

এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে
ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না ।”

৯। সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য— প্রধান
বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা
ঘোষণা) - পাঠ পরিচালিত হইবে :

“আমি,....., সরকারী
কর্ম কমিশনের সভাপতি (বা ক্ষেত্রমত সদস্য) নিযুক্ত হইয়া
সপ্ৰদ্বিটিতে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি
যে, আমি আইন-অনুমায়ী ও বিশ্বদুতার সহিত

আমার পদের কর্তব্য পালন করিব ;
আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও
আনুগত্য পোষণ করিব ;
আমি সংবিধানের রক্ষন, সমর্থন ও নিরাপত্তা-
বিধান করিব ;
এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী
সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত
হইতে দিব না ।”



চতুর্থ তফসিল

[১৫০ অনুচ্ছেদ]

ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

১। প্রজাতন্ত্রের জন্য সংবিধান-রচনার যে দায়িত্বভার এই গণপরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা পালিত হওয়ায় এই সংবিধান-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণপরিষদ ভাঙিয়া মাইবে।

গণপরিষদ ভাঙকরণ

২। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের পর যথাশীঘ্র প্রস্তুত সংসদ-সদস্য-নির্বাচনের জন্য প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই উদ্দেশ্যসাধন-কল্পে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ভোটার-তালিকা আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১০৪)-এর অধীন প্রস্তুত ভোটার-তালিকা এই সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ-অনুমায়ী প্রস্তুত ভোটার-তালিকা বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রথম নির্বাচন

(২) সংসদ-সদস্যদের প্রথম নির্বাচনের উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত ও পূর্বতন প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে চিহ্নিত নির্বাচনী এলাকাসমূহের সীমানা এই সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের অধীন চিহ্নিত সীমানা বলিয়া গণ্য হইবে এবং নির্বাচন কমিশন— প্রয়োজনবোধে যে কোন নির্বাচনী এলাকার নাম কিংবা তাহার অন্তর্ভুক্ত মহকুমা বা থানার নাম পরিবর্তন করিয়া— সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকাসমূহের তালিকা প্রকাশ করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় উল্লিখিত মহিলা-সদস্যদের আপন সম্বন্ধিত বিধানাবলী কার্যকর করিবার জন্য আইনের দ্বারা বিধান করা মাইবে।

৩। (১) ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের মধ্যে প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত সকল আইন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা যে কোন আইন হইতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত কর্তৃত্বের অধীন অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রযুক্ত সকল ক্ষমতা বা

ধারাবাহিকতা-রক্ষা
ও অন্তর্ভুক্ত
ব্যবস্থাবলী

কৃত সকল কার্য এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং তাহা আইনানুযায়ী মতার্থভাবে প্রণীত, প্রযুক্ত ও কৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।

(২) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ বাতিল হইয়া মাতৃম্বা সংসদে এই সংবিধানের বিধানাবলী অনুসারে সংসদ যেদিন প্রথমবার মিলিত হইবে, সেইদিন পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়নগত ও নির্বাহী ক্ষমতা (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা আইন-প্রণয়নের ক্ষমতাসহ) যেক্রমে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সেইক্রমে প্রযুক্ত হইতে থাকিবে।

(৩) এই সংবিধানের যে বিধান সংসদের উপর আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে সংসদ প্রথমবার মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সেই বিধান রাষ্ট্রপতিকে আদেশের দ্বারা আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কোন আদেশ এইক্রমে সক্রিয় হইবে, যেন তাহার বিধানাবলী সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। (১) এই সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদের অধীন রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যিনি রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন, যেন তিনি এই সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইয়াছেন;

রাষ্ট্রপতি

তবে শর্ত থাকে যে, বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন পদাধিষ্ঠান এই সংবিধানের ৫০ অনুচ্ছেদের (২) দফার উদ্দেশ্যসামর্থনকল্পে গণ্য হইবে না।

(২) এই সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের (১) দফা-অনুযায়ী স্মীকার ও ডেপুটি স্মীকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যাহারা গণপরিষদের স্মীকার ও ডেপুটি স্মীকার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সংসদ গঠিত না হওয়া সংসদে তাহারা স্ব স্ব পদে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। এই সংবিধানের অধীন প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের অধীন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং তিনি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রধান-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি উক্ত পদে এবং উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা মন্ত্রী-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিলে তাঁহারা সেই সকল পদে বহাল থাকিবেন, যেন এই সংবিধানের অধীন তাঁহারা স্ব স্ব পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; তবে এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী-নিয়োগে নিবৃত্ত করিবে না।

প্রধানমন্ত্রী ও
অন্যান্য মন্ত্রী

৬। (১) ১৯৭২ সালের অস্থায়ী সংবিধান আদেশের দ্বারা গঠিত হাইকোর্টের প্রধান বিচার-পতি-পদে যিনি এবং অন্যান্য বিচারক-পদে যাঁহারা এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা উক্ত তারিখ হইতে স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন, যেন তাঁহারা এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন ক্ষেত্রমত প্রধান বিচারপতি বা বিচারক-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিচারবিভাগ

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের কালে যাঁহারা এই অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদ-অনুসারে বিচারক-পদে (প্রধান বিচারপতি ব্যতীত) অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহারা হাইকোর্টে বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী আপীল বিভাগে নিয়োগদান করা হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (৪) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইনগত কার্যধারা ব্যতীত এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে হাইকোর্টের যে সকল আইনগত কার্যধারা মীমাংসাসাধীন ছিল, তাহা হাইকোর্টে বিভাগে স্থানান্তরিত হইবে ও উক্ত বিভাগে মীমাংসাসাধীন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে প্রদত্ত হাইকোর্টের কোন রায় বা আদেশ হাইকোর্টে বিভাগের দ্বারা প্রদত্ত বা কৃত রায় বা আদেশের ক্ষমতা ও কার্যকরতা লাভ করিবে।

(৪) যে সকল আইনগত কার্যধারা এই

সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে হাইকোর্টের আপীল বিভাগে সীমাসাধীন ছিল, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে ঐ সকল কার্যধারা নিষ্পত্তির জন্য আপীল বিভাগে স্থানান্তরিত হইবে এবং এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে হাইকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বা কৃত যে কোন রায় বা আদেশ এইরূপ ক্ষমতা ও সক্রিয়তা লাভ করিবে, যেন তাহা আপীল বিভাগের দ্বারা প্রদত্ত বা কৃত হইয়াছে।

(৫) এই সংবিধানের বিধানাবলী এবং অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে

(ক) যে সকল আদি, আপীল ও অন্যান্য এখতিয়ার ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ-দ্বারা গঠিত হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত ও উক্ত হাইকোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য করা হইয়াছিল (হাইকোর্টের আপীল বিভাগের উপর ন্যস্ত এখতিয়ার ব্যতীত), এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে অনুরূপ এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত ও উক্ত বিভাগ কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(খ) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে এখতিয়ার ও কার্যক্ষমতা-প্রয়োগরত সকল দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব আদালত ও ট্রাইব্যুনাল এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে স্ব স্ব এখতিয়ার ও কার্যক্ষমতা প্রয়োগ করিতে থাকিবেন এবং যাঁহারা অনুরূপ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সমূহের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন।

(৬) অধমুন আদালত সন্মর্কিত এই সংবিধানের মণ্ড ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের বিধানাবলী মথালীঘ্র সমুদয় বাস্তবায়িত করা হইবে এবং তাহা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াদি এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যেকোন নিয়ন্ত্রিত হইত, আইনের দ্বারা প্রণীত যে কোন বিধান-সাপেক্ষে তাহা সেইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে।

(৭) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই কার্যধারা বাতিল হওয়া সন্দেহে কোন প্রচলিত আইনের কার্যকরতাকে প্রভাবিত করিবে না।

৭। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মীমানায় কার্যরত কোন হাইকোর্ট (১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট (সংশোধনী) আদেশের (১৯৭২ সালের সি.ও.নং ১১) অধীন গঠিত আপীল বিভাগ ব্যতীত) কর্তৃক ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিবস হইতে প্রদত্ত, কৃত বা ঘোষিত যে কোন রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দন্ডের বিরুদ্ধে সময়গত যে কোন বাধা সত্ত্বেও সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল করা যাইবে;

আপীলের অধিকার

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদ হাইকোর্ট বিভাগ হইতে আপীলের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য হয়, উপরি-উক্ত যে কোন আপীলের ক্ষেত্রে তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে;

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে অনুরূপ কোন আপীল করা যাইবে না।

৮। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কর্মরত নির্বাচন কমিশন উক্ত তারিখ হইতে এই সংবিধানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন বনিয়া গন্য হইবেন।

নির্বাচন কমিশন

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদে এবং যাহারা নির্বাচন কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উক্ত তারিখ হইতে তাহারা স্ব স্ব পদে বহান থাকিবেন, যেন তাহারা এই সংবিধানের অধীন অনুরূপ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৯। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কর্মরত সরকারী কর্ম কমিশন-সমূহ উক্ত তারিখ হইতে এই সংবিধানের অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারী কর্ম কমিশন বনিয়া গন্য হইবেন।

সরকারী কর্ম
কমিশন

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্যের পদে অধিষ্ঠিত

ছিলেন, উক্ত তারিখ হইতে তিনি দ্বীয় পদে বহান থাকিবেন, যেন তিনি এই সংবিধানের অধীন অনুরূপ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১০। (৩) এই সংবিধান ও যে কোন আইনের সরকারী কর্ম
বিধান সাপেক্ষে

(ক) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের কর্মে রত যে কোন ব্যক্তি উক্ত তারিখ হইতে দ্বীয় কর্মে বহান থাকিবেন এবং এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার ক্ষেত্রে কর্মের যে শর্তাবলী প্রয়োগযোগ্য ছিল, তাহা অপরিবর্তিত থাকিবে ;

(খ) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় দায়িত্বপালনরত সকল বিচারবিভাগীয়, নির্বাহী ও মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারী এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে স্ব স্ব দায়িত্বপালন করিতে থাকিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদের কোন কিছুই

(ক) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (কর্ম-বিভাগসমূহ) আদেশের (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯) কিংবা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (ডাভিসেক্স ড্রুনিং) আদেশের (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৬৭) অব্যাহত প্রয়োগে বাধাপ্রদান করিবে না ; অথবা

(খ) এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে কোন সময়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কিংবা এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুমায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে বহান ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী (পারিশ্রমিক, ছুটি, অবসর-ভাতার অধিকার ও শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি সংক্রান্ত অধিকারসহ) পরিবর্তন বা বাতিল করিয়া আইন-প্রণয়ন করা হইতে বিরত করিবে না।

১১। এই সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে যে সকল পদের জন্য শপথ বা ঘোষণা পাঠের ফরম নির্ধারিত হইয়াছে, সেই সকল পদে এই তফসিলের অধীন বহাল থাকিবেন, এমন যে কোন ব্যক্তি এই সংবিধান-প্রবর্তনের পর যথাশীঘ্র সমুদ্র যথায়থ ব্যক্তির সম্মুখে অনুরূপ ফরমে শপথ বা ঘোষণা পাঠ করিবেন ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর-দান করিবেন।

পদে বহাল থাকার
জন্য শপথ

১২। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশাসনিক এককংশে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা আইনের দ্বারা প্রণীত পরিবর্তন-মাপক্ষে অব্যাহত থাকিবে।

স্থানীয় শাসন

১৩। এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশে বলবৎ যে কোন আইনের অধীন আরো-পিত সকল কর ও ফি অব্যাহত থাকিবে, তবে আইনের দ্বারা তাহার তারতম্য বা তাহা রহিত করা যাইতে পারিবে।

করারোগ

১৪। সংসদ অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের কালে চলিত অর্থ-বৎসরের ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯, ৯০ ও ৯১ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী কার্যকর হইবে না এবং সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব হইতে যে ব্যয় করা হইয়াছে, তাহা বৈধ-ভাবে ব্যয় করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

অনুষ্ঠান আর্থিক
ব্যবস্থাসমূহ

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতি যথাশীঘ্র সমুদ্র তাহার স্বাক্ষর-দ্বারা প্রমণীকৃত অনুরূপ সকল ব্যয়ের একটি বিবৃতি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

১৫। এই সংবিধান-প্রবর্তনের কালে চলিত অর্থ-বৎসর ও তাহার পূর্ববর্তী বৎসরগুলির হিসাব সন্মুখে এই সংবিধানের অধীন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগযোগ্য হইবে এবং মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

অতীত হিসাবের
নিরীক্ষা

অনুরূপ হিঙ্গাব সক্ষমকে রাষ্ট্রপতির নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিবেন, রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

১৬। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে সকল সক্ষমতা, পরিসক্ষমতা বা স্বত্ব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কিংবা উক্ত সরকারের পক্ষে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে।

সরকারের সক্ষমতা,
পরিসক্ষমতা, স্বত্ব,
দায়-দায়িত্ব ও
বাধ্যবাধকতা

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের সরকারের যে সকল দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহা প্রজাতন্ত্রের দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতারূপে অব্যাহত থাকিবে।

(৩) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় কখনও কার্যরত কোন সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা প্রজাতন্ত্রের সরকার স্বেচ্ছাক্রমে গ্রহণ না করিলে তাহা প্রজাতন্ত্রের দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা নহে কিংবা হইবে না।

১৭। (১) বাংলাদেশে বলবৎ যে কোন আইনের বিধানাবলীকে এই সংবিধানের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে এই সংবিধান-প্রবর্তনের দুই বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা সংশোধনী বা রহিতকরণের মাধ্যমে অনুরূপ বিধানাবলীর প্রয়োগ সংশোধন বা রহিত করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত যে কোন আদেশ ভূতাপেক্ষে তারিখ হইতে কার্যকর হইতে পারিবে।

আইনের উপযোগী-
করণ ও অনুবিধা
দূরীকরণ

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে প্রচলিত অস্থায়ী সাংবিধানিক ব্যবস্থা হইতে এই সংবিধানের বিধানাবলীতে উত্তরণের জন্য উদ্ভূত যে কোন অনুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা নির্দেশ দান করিতে পারিবেন যে, অনুরূপ আদেশে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য তাহার বিবেচনায় যেকোন আবশ্যিক বা সমীচীন হইবে, সেইরূপ পরিবর্তন, সংযোজন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে গৃহীত উপযোগীকরণ-সাপেক্ষে এই সংবিধান কার্যকর হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের অধীন

গঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকের পর অনুষ্ঠান
কোন আদেশ জারী করা হইবে না।

(৩) এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান
সত্ত্বেও এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রত্যেকটি আদেশ
সংসদে উপস্থিত করা হইবে এবং সংসদের আইন-
দ্বারা তাহা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।

শ্রী সুরেন্দ্র বসু

সুরেন্দ্র বসু

শ্রী বিনয় কুমার

বিনয় কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

শ্রী অরুণ কুমার

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤਨੀ (ਜੀ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ (ਜੀ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ : ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ (ਜੀ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ : ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ (ਜੀ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ : ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ (ਜੀ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ : ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ (ਜੀ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ : ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ (ਜੀ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ : ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ (ਜੀ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ : ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ (ਜੀ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ : ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ (ਜੀ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ : ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ (ਜੀ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ : ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ (ਜੀ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ : ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

ଆବଦ୍ଧ ମା ଶ୍ରୀ-
ଆବଦ୍ଧ ଆବଦ୍ଧ ମା

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ

સાચી જાણવાની રીત

— સાચી જાણવાની રીત —

— સાચી જાણવાની રીત —

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

સાચી જાણવાની રીત

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାଖା

୨, ୧୫, ୨୫, ୩୫, ୪୫, ୫୫

୨, ୧୫, ୨୫, ୩୫, ୪୫, ୫୫ (୧୫/୧୨/୯୨)

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫, ୨୫, ୩୫, ୪୫, ୫୫

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

୧୫/୧୨/୯୨

ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଅଛି -

ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ -

ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ - (ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ)

ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ଜି.ଏ.ଏ. ୧୨୫୩

(P. 289) 2nd/3rd/4th/5th

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்

உயர்நீதிமன்றம்

திருமதி - உரையாசிரியர்

Coronopsis

84327-20-19

பிழுவர உலக மரத்

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਂ

১০০০ - ১০০০ - ১০০০ - (১০০০ - ১০০০)

புதுவது வந்தது -

বিজ্ঞান-৫ শ্রমিক মোহাম্মদ

ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ର -

Alfred Barnes

9. 2222

25 June

26/12/2022

— एम. ए. - एम. ए. -

अ. वि. प्र. (2016)

ਦੇਖੀ ਜੁਗਤੁ ਮਰਦਮ -

202 July 2022

५ विवर, विमान

Wm. B. May Jr. is a successful businessman

ਭਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਿੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ

King-Eden-

ଶ୍ରୀ. ରୋମେନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ୍ର—

১৮: ইতিহাস ও ভাষা

ਸਦ: ੨ 26th ਜੂਨ 22/

Strozzi

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

L. (was or not)

ਸ੍ਰੀ: ਭਗਤ ਭੋਮਿਕਾ ਆਚਾਰਿਯ,

Handwritten: *Handwritten text, possibly a signature or name, written upside down.*

Handwritten signature

1875 Jan 22

ਅੰਤਿਮ ਅਰਥ,

5th 2nd 3rd 2nd

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ -

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

Wm. Brewster & Co.

the waters of the

- 60708 MI
- 60709 MI

ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ -

Feature in Part 1 why?

7th Nov 1892

ଭୋଗୀନୀ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

ସୋମ (ଭାଦ୍ର) ଦିନ ଦୁଆ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ, ୨, ପାଣିକ

-BCEKZ 29800 6732-

25th March 1957

১৮: আশুত আশুত

ସୋମ୍ବାରୀ-ସୋମ୍ବାରୀ

24, 2, 2002

Amorhiza

ডাঃ আবদুল বাহিদ সিদ্দিকী-

Ans. लगभग समान।

(2). 27-11-34

(Sri: King n3222v ✓

24: 2000 न 2000-

22. 11. 1914

Mr. Gray m2 m2
C 15/67/12

ধি: অমিতুল ইসলাম খান

one or more? a lot.

by: emiliana

31: (207: 240) 24

ଶ୍ରୀମତୀ. ସ୍ତ୍ରୀମେତ୍ତ ଶ୍ରୀମତୀ.

ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ

સાહેબજી

સાહેબજી

સાહેબજી

સાહેબજી

સાહેબજી - (સાહેબજી)

સાહેબજી - (સાહેબજી)

સાહેબજી

સાહેબજી

સાહેબજી

સાહેબજી

સાહેબજી

સાહેબજી

સાહેબજી - (સાહેબજી)

સાહેબજી

સાહેબજી

સાહેબજી - (સાહેબજી)

સાહેબજી - (સાહેબજી)

સાહેબજી - (સાહેબજી)

સાહેબજી - (સાહેબજી)

સા: સરગમન

સા: મોતારાવકીરની

સા: (મીસાવર) (મ)

સા: મીસાવર

સા: (મીસાવર) - (મ)

સા: (મીસાવર) (મ)

સા: સરગમન

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સા: મીસાવર

સાચું નથી (નહી) -
સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

સાચું નથી (નહી)

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

144: 2454-1

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତୀ

ଦୟାକରି ମନେ

କରିବାକୁ ଚାହୁଁ

ଦୟାକରି ମନେ

ଦୟାକରି ମନେ

ଦୟାକରି ମନେ

ଦୟାକରି ମନେ

ଦୟାକରି ମନେ

ଦୟାକରି ମନେ

ଦୟାକରି ମନେ

ଦୟାକରି ମନେ

ଦୟାକରି ମନେ

ଦୟାକରି ମନେ

অঙ্গসজ্জাঃ
হাশেম খান

লিপিকরঃ
এ, কে, এম, আবদুর রউফ

তত্ত্বাবধানঃ জয়নুল আবেদীন

অঙ্কনঃ জুনাবুল ইসলাম সমরজিৎ রায় চৌধুরী আব্দুল বারক আলভী

চামড়ার কাজঃ সৈয়দ শাহ আব্দ শফি

মুদ্রণঃ বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়

(নকসী কাঁথা মুদ্রণঃ ইস্টার্ন রিগাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ঢাকা)

১০৯